

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



বিজয় উল্লাস: ১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক মা-বোনের ত্যাগ এবং ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম
অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু
ড. সুমেরা আহসান
মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান
রায়হান আরা জামান
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য
মুহম্মদ নিজাম
সানজিদা আরা

সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

প্রমথেশ দাস পুলক
তামান্না তাসনিম সুপ্তি

প্রচ্ছদ

বিভোল সাহা

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে খমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যঁারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা বিষয়ক: পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা ও এর সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী কাজগুলো শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ না থাকলেও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা পাঠে এবং অনুশীলন কাজের নির্দেশনা দিন ও সহায়তা প্রদান করুন।

দলীয় কাজ পরিচালনায়: দলীয় কাজের জন্য ৫-৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করার নির্দেশনা দিন। দল গঠনের সময় খেয়াল রাখবেন যেনো প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠিত হয়। একটি দলই যেনো বারবার গঠন না করা হয়। প্রতি দলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষার্থীর সমন্বয় যেনো থাকে তা খেয়াল রাখুন। লক্ষ্য রাখুন, একই শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীগণ যেনো দলগত কাজ বারবার উপস্থাপনা না করে। ক্লাসের বিভিন্ন দলীয় কাজের উপস্থাপনায় সব শিক্ষার্থী সামান্য সুযোগ নিশ্চিত করুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করে মতামত জানুন। এতে করে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে অন্য দলের উপস্থাপনা শুনবে।

একক কাজ পরিচালনায়: একক কাজটি শিক্ষার্থীদের নিজে করার স্বাধীনতা দিন। লক্ষ্য রাখুন কাজটি করতে শিক্ষার্থীর কোনো ধরণের সহায়তা প্রয়োজন কী না। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন কাজটি কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে? শিক্ষার্থীর কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কী না।

অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনায়: অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার আগে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিন। শিক্ষার্থীদের তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন।

ফিল্ড ট্রিপ বা মাঠ পরিদর্শনে: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থী সংখ্যার ওপর এবং মাঠের বাস্তবিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে পরিকল্পনা করুন। নির্ধারিত দিনের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এই বিষয়ে পরিকল্পনার কাজটি সমাপ্ত করুন। প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিন।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও গোত্রের শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করুন। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

সূচিপত্র

শিখন অভিজ্ঞতার নাম	যোগ্যতা	পৃষ্ঠা
নানা পরিচয়ে আমি সক্রিয় নাগরিক ক্লাব	৬.২	১-১২
বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি	৬.১	১৩-২৪
১. ইতিহাস জানার উপায় ২. বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ৩. দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ৪. হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৬.৩ ৬.৫	২৫-২৯
প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম	৬.৭ এর অংশ	৩০-৩২
আমাদের এলাকার মুক্তিযুদ্ধ বই পড়া কর্মসূচি	৬.৪	৩৩-৪১
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	৬.৫ ও ৬.৬	৪২-৫৩
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক	৬.৭	৫৪-৬৩
সমাজ ও সম্পদের কথা	৬.৮	৬৪-৬৭

নানা পরিচয়ে আমি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

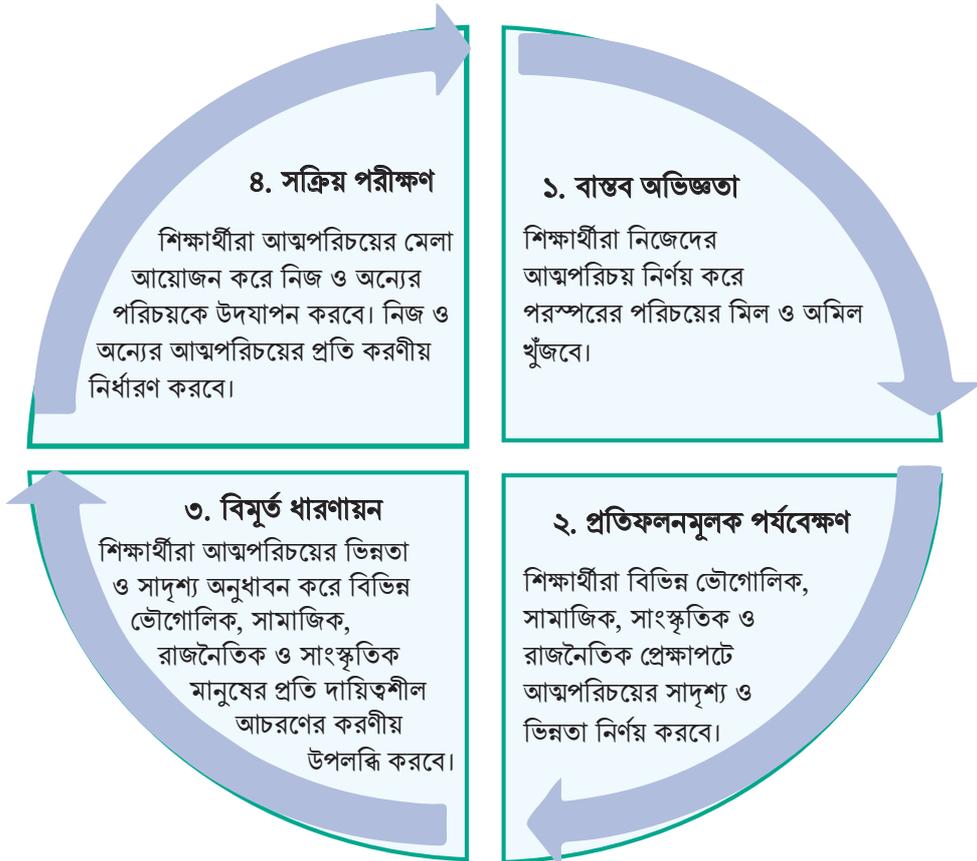
সেশন সংখ্যা: ১৫টি

কর্মঘণ্টা: ১০ ঘণ্টা

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজেদের আত্মপরিচয় নির্ণয় করে পরস্পরের মিল ও অমিল উপলব্ধি করবে। এরপর বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ছক তৈরি করবে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়কে তুলে ধরবে। এরপর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন ধরণ অন্বেষণ করে আত্মপরিচয়ের মেলার আয়োজন করে নিজ পরিচয়ের বৈচিত্র্যতা তুলে ধরবে। সবশেষে, নিজ ও অন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় নির্ধারণ করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।



সেশন ১: আত্মপরিচয়ের বর্ণনা

এই সেশনের মাধ্যমে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রথমবারের মত স্বাগত জানাবো। অত্যন্ত আন্তরিক ও আনন্দঘন পরিবেশে আমরা অভ্যর্থনার আয়োজন করবো। অনেক সময় বছরের শুরুতেই নতুন শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরু করে, তখন তারা একজন আরেকজনকে ভালো করে চিনবে না বা জানবে না। তারা অচেনা পরিবেশে অচেনা মানুষের মাঝে নিজের মত করে নিজেদের আবিষ্কার করতে শুরু করে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরস্পরকে জেনে বুঝে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার সাথে পরস্পরের বন্ধু হতে পারে, সে জন্য শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে তাদের দিয়ে কিছু কার্যক্রম করাবো।

- প্রথমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সহায়তায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটা করে কাগজ দেবো।
- তারপর তাদের অনুরোধ করবো যেন তারা নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য নিজের সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য সেখানে লেখে যা তার দিকে শুধু তাকিয়েই কেউ বুঝতে পারবে না। কাগজে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নাম লিখে দিতে পারবে না।
- লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সবার কাগজগুলো সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখবো। সংগৃহীত কার্ড থেকে বেশ কিছু কাগজের লিখিত পরিচয়ের বর্ণনা পড়ে শোনাবো এবং সবাইকে বর্ণনার সাথে মেলে এমন শিক্ষার্থী খুঁজে বের করতে বলবো। তবে ঐ কাগজটি যার তাকে আগেই নিষেধ করবো যেন সে নিজে থেকে উঠে না দাঁড়ায়। যাতে তার বন্ধুরা তাকে খুঁজে বের করার সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীরা তখন তাদের মতো করে চিহ্নিত করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা একাধিক শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করবে। এতে করে তাদের উপলব্ধি হবে যে তাদের মাঝে পারস্পরিক অনেক মিল রয়েছে এবং বন্ধুদের সম্পর্কে এমন সব তথ্য জানবে যা জানতে হয়তো দীর্ঘদিন সময় প্রয়োজন হতো।
- প্রথম সেশনে সবার আত্মপরিচয়ের কাগজ পড়ে শোনানোর সময় পাওয়া যাবে না। তবে এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতিটি ক্লাসের শুরুতেই অবশিষ্ট কাগজগুলো থেকে কিছু কাগজ নিয়ে একই ধরনের চর্চা করবো।

আমি কে?

এ পর্যায়ে আমরা ক্লাসের সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলবো যে এতক্ষণ আমরা যা করলাম তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পরিচয় তুলে ধরা। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো আমরা একেক জন নিজেদেরকে একেকভাবে অন্যদের সামনে পরিচিত করাতে চেষ্টা করেছি। একজন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এরকম বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। এসবই আমাদের আত্ম-পরিচয়ের একটা অংশমাত্র। এরকম আরো অনেক বিষয় মিলে একটা সমাজের, জাতির ও মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। তোমরা কি জানতে চাও আমাদের আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছে? আজ আমরা যে কার্যক্রম শুরু করলাম এর ধারাবাহিকতায় সারা বছর ধরে আমরা আরো অনেক মজার মজার কাজ করবো। এটা একটা অভিযাত্রার মত। এই অভিযাত্রায় আমরা যেমন দেখবো সুদূর প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে জীবন যাপন করেছে, সময়ের সাথে সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র প্রভৃতি। আরও দেখব

যে ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতায় মানুষের অভিযাত্রায় অনেক বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। আর এসবের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে ভূখন্ডের মানুষের আত্মপরিচয়। চলো এবার শুরু করা যাক আমাদের এই অভিযাত্রা।

- এরপর আমরা বোর্ডে আত্মপরিচয় শব্দটি লিখবো এবং শিক্ষার্থীদের আহ্বান করবো তাদের মত করে শব্দটি ব্যাখ্যা করার জন্য। তাদের ব্যাখ্যা শুনে শিক্ষক তার সারসংক্ষেপ করবেন এবং আলোচনার মাধ্যমে এটা বোঝাবেন যে আত্মপরিচয় হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে “আমি কে?” এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ কার্ডে নিজেদের সম্পর্কে যা লিখেছে তা এই আত্মপরিচয়েরই অংশবিশেষ মাত্র। আমরা আরো বলবো, আত্মপরিচয়ের ধারণাটিকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য এখন থেকে আমরা ধাপে ধাপে অনেক মজার মজার কাজ করবো এবং শিখবো।

সেশন ২-৩: বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের ছক

- শিক্ষার্থীরা এখন মানুষের আত্মপরিচয়ের মৌলিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এখন তারা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নিচের কাজগুলো করবে এবং আমরা সার্বিকভাবে সহায়তা করবো।
- দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তিমান কিছু মানুষ, যেমন- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া, বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন প্রমুখের পরিচয়ের ছক তৈরি করবে। বইতে না দেওয়া থাকলেও চাইলে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী নিয়েও কাজ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীদের বইতে বিখ্যাত মনীষীদের যে জীবনী দেওয়া আছে সেগুলো তারা পড়বে এবং প্রয়োজনে এগুলোর বাইরেও অন্য নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাজটি করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে তারা প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী পড়ে সেখান থেকে তার পরিচয়ের ছক তৈরি করা অনুশীলন করবে। তারপর কে কোন বিখ্যাত মনীষীর পরিচিতিমূলক ছক তৈরি করবে তা বাছাই করে অনুশীলন করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবো।
- এই অনুশীলন দুটি সেশন জুড়ে চলবে এবং তারা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের পাশাপাশি বাড়িতে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবেও নিজের ও মনীষীদের পরিচয়ের ছক তৈরি করবে।

সেশন ৫-৬: ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক

- পূর্বের সেশনের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধারণা আরো সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে নিচে সংযুক্ত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছকটি পূরণ করার জন্য সকল শিক্ষার্থীকে দেবো। শিক্ষার্থীরা ছকটি পূরণ করার সাথে সাথে সংযুক্ত প্রশ্নগুলোরও উত্তর দেবে।
- এ পর্যায়ে ছক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিচয় মানুষের শুধুমাত্র দু/একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নয় বরং তা যে আসলে বহুমাত্রিক এবং এক একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের ছক যে এক এক রকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও যে মানুষ অনেক ভাল বন্ধু হতে পারে, সে ধারণাটি তুলে ধরবেন।

- এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ পূরণকৃত হুক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করবে।

সেশন ৭: সামাজিক পরিচয়

- শিক্ষার্থীদের মেয়েদের ফুটবল অংশের সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা লেখাটি পড়তে দেব। তাদের প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেব-ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিন্নতা থাকলেও সবার সামাজিক পরিচয়ে রয়েছে মিল। সেটা হচ্ছে সবাই বাংলাদেশি। তাই আমাদের সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিচয়ের মানুষ থাকলেও নাগরিকতার পরিচয়ে আমরা সবাই বাংলাদেশি। এক্ষেত্রে মিল-অমিলের হুক থেকে শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব।

সেশন ৮: আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

- শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ভিন্নতা বোঝানোর জন্য কুইজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করব। লক্ষ্য রাখব যেনো তাদের মধ্যে অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তৈরি হয়।

সেশন ৯: মানচিত্রের ব্যবহার ও ছবির সাথে এর পার্থক্য

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র কী এবং রাস্তা ও দিক চেনায় মানচিত্রের ভূমিকা কী তা বুঝতে পারবে। ছবি ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।

- কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইব। যেমন, শিক্ষার্থীরা কখনো রাস্তা ভুলে গেছে কিনা? নতুন জায়গায় গেলে মানুষ কীভাবে পথ চেনে? কেউ কখনো হারিয়ে গেলে কীভাবে ফিরবে? ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর দেবে।
- এরপর ছবি এবং মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য বোঝাতে শিক্ষক কয়েকটি ছবি ও মানচিত্র দেখাবেন ও দলে ভাগ করে দেব।
- দলে বসে শিক্ষার্থীরা ছবি ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করবে এবং মানচিত্রের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

দলীয় কাজের জন্য প্রশ্ন

- ১ম ও ২য় ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে?
- ছবি দুটির মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যাচ্ছে?

১ম ছবির উপাদান	২য় ছবির উপাদান
হাতে আঁকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য	বাংলাদেশের মানচিত্র
গাছপালা, নদী.....	স্কেল, দিক,.....

সেশন-১০: গল্প থেকে মানচিত্র স্কেল সম্পর্কে জানা ও হাতে কলমে চর্চা করা

- মানচিত্র আঁকার জন্য নির্দিষ্ট স্কেল/পরিমাপ লাগে তা বোঝার জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের বই থেকে রাজার আস্তাবলের গল্প পড়বে।
- তারপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে তাদের শ্রেণিকক্ষের, বোর্ডের এবং জানালার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে বলবো (যেগুলো তারা শ্রেণিকক্ষের মানচিত্রে দেখাবে এবং যেগুলো মাপা তাদের পক্ষে সম্ভব)। মেপে তারা তা বোর্ডে লিখবে।
- এবার সবাইকে দলে বসে শ্রেণিকক্ষের মানচিত্র খাতায় আঁকতে বলবো। খাতায় এতো বড় শ্রেণিকক্ষ কীভাবে আঁকা যায় শিক্ষার্থীরা তা নিয়ে প্রথমে তারা দলে আলোচনা করবে। আলোচনার মাধ্যমে মানচিত্র আঁকার জন্য পরিমাপের অনুপাত কীভাবে ঠিক করতে হয় তা বুঝতে পারবে।

দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্ন

- শ্রেণিকক্ষ তো অনেক বড়, এটা কীভাবে মাপ ঠিক রেখে খাতায় আঁকব? আমরা যদি মাপের অনুপাত ঠিক রেখে এটিকে একটু ছোটো কল্পনা করে নেই, তাহলে?
- কোনো স্থানের মানচিত্র আঁকার সময় নির্দিষ্ট মাপে ছোট করে আঁকা যায়, তখন শুধু মানচিত্রে স্কেল আকারে পরিমাপটা লিখে দিতে হয়।

যেমন ১ সে.মি. = ১ কিলোমিটার ধরা যায়।

- সবাই দলে বসে খাতায় তাদের শ্রেণিকক্ষের মানচিত্র আঁকবে। আঁকা শেষে দলের নাম সহ দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের নিজেদের বাড়ি থেকে স্কুলের পথের মানচিত্র এঁকে নিয়ে আসবে ও বাড়ির কাজ হিসেবে জমা দেবে।

সেশন-১১: বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র নিয়ে দলীয় আলোচনা

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখা এবং মানচিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করা শিখবে। মানচিত্রের ছোট ও বড় সংস্কার ব্যবহার করতে পারবে, কোনটার কী সুবিধা তা বুঝতে পারবে।

আমরা ক্লাসে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান- বই থেকে দুটি মানচিত্র দেখতে দেবো, প্রথমটি পুরো বাংলাদেশের আর একটি চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র। শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে মানচিত্র দেখবে। প্রত্যেক দল চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ভূমিরূপগুলো কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করবে ও খাতায় লিখবে। প্রত্যেক দল কী কী ভূমিরূপ খুঁজে পেয়েছে তা উপস্থাপন করবে। প্রত্যেকের কাজের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবো বিশেষ করে কোন মানচিত্র নিয়ে কাজ করা সহজ হয়েছে তা জানতে প্রশ্ন করবো।

দলীয় আলোচনা সঞ্চালনের জন্য প্রশ্ন

- আচ্ছা এখন বলো কোন মানচিত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ভূমিরূপ খোঁজার কাজটি সহজভাবে করতে পেরেছো? - কেন?
- এজন্য যখন কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে ভালোভাবে দেখতে হয় তখন তাকে একটু বড় করে নিলে কাজটি অনেক সহজ হয়। যেমন আমরা ছবি বা মোবাইলে লেখা ছোটো থাকলে তাকে জুম করে দেখি
- শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারবে বাংলাদেশের পুরো মানচিত্র নিয়ে কাজ করার চেয়ে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র নিয়ে কাজ করা সুবিধাজনক। এতে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ও তুলে ধরা যায়। শিক্ষার্থীদের পরের ক্লাসে গুপ্তধন খোঁজার খেলার কথা বলে আজকের মত বিদায় জানাবো।

সেশন-১২: গুপ্তধনের মানচিত্র আঁকা ও গুপ্তধন খোঁজা

গুপ্তধনের মানচিত্র আঁকা ও গুপ্তধন খোঁজা এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে স্কুলের বিভিন্ন অংশের মানচিত্র আঁকতে বলবো। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আঁকা মানচিত্র ব্যবহার করে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র ব্যবহারের প্রায়োগিক দিকগুলো জানতে ও বুঝতে পারবে।

এই সেশনে করণীয়

১ম ধাপে শিক্ষার্থীরা চারটা দলে ভাগ হয়ে যাবে, তাদের স্কুলকে চারটি ভাগে করে তারা মানচিত্র আঁকবে। যেমন একদল শ্রেণিকক্ষ থেকে স্কুলের খেলার মাঠ পর্যন্ত নেবে, ২য় দল মাঠ থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত তার সীমানা ঠিক করবে। এভাবে চারটি পৃথক মানচিত্র প্রথমে দলে বসে ঠিক নেবে।

২য় ধাপে প্রত্যেক দলের মানচিত্রে একটা চিহ্ন দেবো যেখানে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছি।

৩য় ধাপে প্রত্যেক দল তাদের মানচিত্রটি অন্য দলের সাথে বদলে নেবে। ৪র্থ ধাপে প্রত্যেক দল যে মানচিত্রটি পেয়েছে সেটি অনুসরণ করে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে। যে দল সবার আগে গুপ্তধন খুঁজে বের করে আনবে সে দল বিজয়ী।

সেশন-১৩: পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র আঁকা ও বিশ্বে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রথমে তারা কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছে এবং কোথায় কোথায় যেতে চায় তাদের বাড়ি থেকে সে স্থানগুলো চিহ্নিত করবে। আলাদা আলাদা রং দিয়ে এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের পারিবারিক ভ্রমণ মানচিত্র অঙ্কন করবে। এরপর এক কেন্দ্রিক ছোট থেকে বড় বৃত্তাকার কাগজে মহাদেশ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে নিজের দেশ, বিভাগ, জেলা, এলাকা ও সবচেয়ে ছোট চার্ট পেপারে নিজের বাড়ির ঠিকানা লিখবে, তার ভৌগলিক পরিচয় অনুধাবন করার জন্য।

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের তারা কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছে বাড়ি থেকে তাদের যাওয়া জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে বলবো।
- এরপর শিক্ষার্থীরা কোথায় কোথায় যেতে চায় কিন্তু যায়নি এমন জায়গাগুলো চিহ্নিত করবে।
- এবার শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বড়দের সহায়তায় এবং অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য নিয়ে এই জায়গাগুলো আরো ভালভাবে চিহ্নিত করবে। একটি মানচিত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের এই পারিবারিক ভ্রমণচিত্র তিন রং দিয়ে চিহ্নিত করবে।
- পারিবারিক ভ্রমণ মানচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিবাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে, নিজেদের ভৌগলিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা বৃত্ত আকারের ছয়টি চার্ট পেপার নিবে।
- সবচেয়ে বড় বৃত্তে নিজের মহাদেশ এবং ক্রমান্বয়ে নিজের দেশ, বিভাগ, জেলা, এলাকা ও সবচেয়ে ছোট চার্ট পেপারে নিজের বাড়ির চিহ্ন দেবে।
- আমরা বলবো, তোমরা এত সব কাজের মাধ্যমে আরো যে পরিচয় সম্পর্কে জানলে তাকে বলে ভৌগোলিক পরিচয়। কথাটি বলার পর বোর্ডে ভৌগোলিক পরিচয় কথাটি লিখবো।
- এরপর আমরা বলবো এবার খেয়াল করে দেখ, তুমি থাক নির্দিষ্ট একটা বাড়িতে - একটা রাস্তা বা গলির পাশে ছোট্ট একটি ঘরে বা উঁচু বাড়ির ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেই তোমার যোগাযোগ ঘটে যায় গোটা পৃথিবীর সাথে। ব্যাপারটা যেমন মজার তেমনি গর্বেরও - তাই না?

সেশন ১৪-১৫: আত্মপরিচয়ের মেলা

- শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয়ের মেলার আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করব। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি থিমের উপর এই মেলার আয়োজন করতে বলব। এই জন্য তাদের ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করতে বলব। প্রতিটি দল একটি স্টল/কর্নার সাজাবে সেখানে বিভিন্ন থিমের উপর তারা উপস্থাপন করবে। থিমগুলো হল:

১. খাদ্য
২. পোশাক
৩. বাসস্থান
৪. পেশা
৫. বিনোদন
৬. আচার-অনুষ্ঠান
৭. সংস্কৃতি ইত্যাদি

- লক্ষ্য রাখব শিক্ষার্থীরা যেনো তাদের আত্মপরিচয়কে তুলে ধরতে পারে এই থিমগুলোর মধ্য দিয়ে।
- মেলা শেষে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে নিজের ও অন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে দেবো। আলোচনার মাধ্যমে তাদের পয়েন্টগুলো পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকে লিখতে বলব।

নিজের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণ	অন্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি করণীয় আচরণ

সক্রিয় নাগরিক ক্লাব

সেশন সংখ্যা: ২টি

কর্মঘণ্টা: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। একটি দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্বগুলো দেশের শৃঙ্খলা বজায় এবং মানুষ মানুষে সম্প্রীতি তৈরিতে প্রয়োজনীয়। সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীরা যেনো নিজস্ব পরিমণ্ডলে কী দায়িত্ব পালন করতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারে সেজন্য আমরা চেষ্টা করব। মনে রাখব, শিক্ষার্থীরা এই ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যেনো বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠতে পারে। যেকোনো দেশ ও রাষ্ট্রের নাগরিকের প্রতিও তার মধ্যে ভালোবাসা, মমতা ও সম্প্রীতি তৈরি হয়।

এই শিখন অভিজ্ঞতাটি ৬.২ যোগ্যতার অংশ। তাই এখানে শিখন-শেখানো অভিজ্ঞতামূলক চক্র দেওয়া হয়নি।

আমরা আগেই ঘোষণা দিয়ে রাখবো যে, পরবর্তী সেশনে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা হবে। এ ব্যাপারে যাতে একটি উৎসাহ উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয় সে ব্যবস্থা করবো।

এই সেশনে করণীয়

- সেশনটির প্রথম ২০ মিনিট ব্যয় করবো অধিনায়ক নির্বাচন ও দল গঠনে। অবশিষ্ট সময়ের প্রথম ১৫ মিনিট নিয়ম ছাড়া খেলা এবং শেষ ১৫ মিনিট নিয়ম মেনে খেলার জন্য ব্যয় করবো।
- খেয়াল রাখবো যাতে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীই কোনো না কোনোভাবে প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত থাকে। তারপর তাদের আহ্বান করবো যাতে তারা নিজেদের মধ্য থেকে দুই জন অধিনায়কের নাম প্রস্তাব করে। যদি দুই জনের বেশি নাম আসে তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করবো তারা এখন কীভাবে দুইজনকে বাছাই করতে পারে?
- শিক্ষার্থীরা হয়তো অনেক রকম প্রস্তাব দেবে। প্রস্তাবগুলো বোর্ডে লিখবো। খেয়াল রাখবো যদি কেউ ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবিত অধিনায়কদের মধ্য থেকে দুই জনকে বাছাই করার প্রস্তাব দেয় তাহলে দেখবো সেটা অবশ্যই বোর্ডে যেন লেখা হয়। এরপর তাদের আহ্বান জানাবো আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে তারা কোন পদ্ধতিতে অধিনায়ক বাছাই করতে চায়। যদি তারা কোনো ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিও বেছে নেয় তাহলে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর ভাল-মন্দ বিচার করে ভোটের মাধ্যমে অধিনায়ক বাছাই পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করবো।
- তারপর ভোটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অধিনায়ক বাছাইয়ের পুরো কাজটা নিজেসাই করবে। আমরা কেবল পর্যবেক্ষণ করবো এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবো।
- অধিনায়ক নির্বাচন হয়ে গেলে দুই অধিনায়ক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নিজ নিজ দলের খেলোয়াড় বাছাই করবে। আলোচনার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে এমনভাবে সচেতন করবো যেন ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী, ধনী-গরিব ও অন্যান্য সক্ষমতার বিচারে সকল শিক্ষার্থী খেলা বা খেলা সংক্রান্ত কোনো

না কোনো কাজে সরাসরি যুক্ত থেকে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ে কো-এডুকেশন পদ্ধতি থাকলে অবশ্যই যাতে দুই দলেই ছেলে-মেয়ে উভয়েই খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

- এরপর শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠ বা খেলাধুলার স্থানে যাবে। তখন আমরা শিক্ষার্থীদের বলবো যে, আজ আমরা একটু অভিনব পদ্ধতিতে খেলবো। আজ আমাদের খেলায় কোনো নিয়ম থাকবে না। তবে কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যথা দিতে পারবে না। তারপর দুই দলকে খেলায় নামিয়ে দেবো।
- যারা সরাসরি খেলায় অংশগ্রহণ করবে না তাদেরও খেলা সংক্রান্ত নানা কাজ দিয়ে প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত রাখবো। যেমন, রেফারিং, পানি ও খাবার সরবরাহ, শৃঙ্খলা, সাজ-সজ্জা, মাঠ প্রস্তুত প্রভৃতি।
- আরো খেয়াল রাখবো মাঠে যেন ভুলেও কেউ নিয়ম অনুযায়ী খেলতে না পারে। স্বভাবতই খেলাটি ঠিকঠাকভাবে হবে না। একটি বিশৃঙ্খল এবং হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এবার তাদের থামতে বলবো।
- এবার দল দুটিকে খেলার বাকি অংশটুকু নিয়ম মেনে শেষ করার জন্য বলবো।

সেশন ১-২

এই সেশনে আগের সেশনের ফুটবল খেলার উপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে উপলব্ধি করবে যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য নিয়ম পালন করা একটি অপরিহার্য বিষয়। এই উপলব্ধি নিয়ে তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মের উপস্থিতি খুঁজে বের করবে। সূনাগরিক হবার জন্য নিয়ম পালনের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে নিয়ম পালনকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করবে।

এই সেশনে করণীয়

- গত সেশনের ফুটবল খেলা নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে। উন্মুক্ত আলোচনায় সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারি-
- গতকাল যে আমরা ফুটবল খেললাম সেটা তোমাদের কেমন লাগলো? দুইভাবে খেলেছি আমরা, তাতে খেলায় কোনো পার্থক্য হয়েছে কি? হলে, কী পার্থক্য? এই পার্থক্য কেন তৈরি হয়েছে বলে মনে কর?
- শিক্ষার্থীরা যদি বলতে পারে যে, নিয়ম ছাড়া আর নিয়ম মেনে খেলার কারণেই পার্থক্য তৈরি হয়েছে এবং নিয়ম ছাড়া খেলা যায় না। তাহলে প্রশ্ন নিম্নোক্ত করতে হবে-

ক. নিয়ম কি শুধু খেলাতেই থাকে?

খ. আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম দেখতে পাই? চলো তার একটি তালিকা তৈরি করি।

গ. কোথায় কী ধরনের নিয়ম রয়েছে?

ঘ. নিয়ম না থাকলে ঐসব ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবে। প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত ফলাফল সবার সামনে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে। আমরা তাদের ফলাফল বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিখে একটি তালিকা তৈরি করবো। এবার শিক্ষার্থীরা এগুলো নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়ম এবং নিয়ম মানার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। তারা এটাও উপলব্ধি করবে যে তাদের শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবত্রই নিয়মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- এ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাবো যে, তারা শ্রেণি কক্ষে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে নিজেরা পালনের জন্য কোনো নিয়ম তৈরি করতে চায় কিনা যাতে সকলের সুবিধা হয়? আলোচনার মাধ্যমে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণি কক্ষে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে পালনের জন্য কতগুলো নিয়ম তৈরি করবে। সবগুলো দলের নিয়ম নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে পালনের জন্য ৩টি আলাদা নিয়মের তালিকা চূড়ান্ত করবে। সারা বছর নিয়মগুলো তারা মেনে চলবে এবং শিক্ষকও। যদি নতুন কোনো নিয়ম যুক্ত করার প্রয়োজন হয় তবে শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা যুক্ত করা যাবে। একইভাবে কোনো নিয়ম অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলে তা বাদ দেওয়া যাবে। যত দিন তারা বিদ্যালয়ে থাকবে ততদিন পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও এই নিয়মগুলো, প্রয়োজনে কিছু সংশোধন করে, তারা অনুসরণ করতে পারবে।
- এ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের বাইরে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম মেনে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবো। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবো, নিয়ম পালনে অভ্যস্ত সক্রিয় নাগরিক গড়ে তোলার মত এত বড় কাজটি কি আমরা একা একা করতে পারবো?
- তাদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আবার জিজ্ঞাসা করবো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে সক্রিয় নাগরিক গড়ে তোলার কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো? তারা যদি উত্তরে বলে যে সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে, তখন সকল শিক্ষার্থীর সম্মতি নেওয়ার জন্য বলবো -তাহলে আমরা সক্রিয় নাগরিকের গুণাবলি চর্চার জন্য একটি ক্লাব গড়ে তুলতে পারি কিনা, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে?
- ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করবো যে তাহলে, আমাদের ক্লাবের কাজ কী হবে?
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে ছবিগুলোতে কোনগুলো নিয়ম মেনে চলার আর কোনগুলো নিয়ম ভাঙার তা আলোচনা করতে বলবো।
- ছবি নিয়ে আলোচনা শেষ হলে বলবো যে এগুলো তো শুধু ট্রাফিক নিয়ম মানা না মানার চিত্র। এসব ছাড়াও কাজের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। আমরা এবার ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কাজ কী হবে তার তালিকা তৈরি করব। প্রতিটি দলের তালিকা উপস্থাপনের পর আলোচনার মাধ্যমে সবার সম্মতিতে ক্লাবের কাজ কী হবে তা শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত করবে।

- এরপর তাদের বলবো কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো, চলো এবার আমরা এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটি সম্পর্কিত নিচের বিষয়গুলো আলাচনা করবে-

মোট সদস্য সংখ্যা,

কী কী পদ/পদবি থাকবে,

তাদের কার কী কাজ হবে

সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে

সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে

- এগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবনা তৈরি করবে এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো এবং অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণী তারা তৈরি করবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে যাতে উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিতে রাখা হয়।
- তাদের জিজ্ঞেস করবো যে তারা তাদের কাজের সুবিধার্থে পরামর্শের জন্য কাউকে পরামর্শক হিসেবে রাখতে চায় কিনা? কেবল তাদের সম্মতির ভিত্তিতেই পরামর্শক রাখা যেতে পারে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা ছাত্র পরিষদের মতো করে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কমিটি গঠন সম্পন্ন করবে। নতুন কমিটি দুতই তাদের প্রথম মিটিংয়ের তারিখ নির্ধারণ করবে এবং প্রথম সভাতেই তারা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করবে।
- সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষক শহরে বা গ্রামে যেখানেই স্কুল থাকুক না কেনো, শিক্ষার্থীদের বাসা থেকে বিদ্যালয়ে নিরাপদে চলাচলের জন্য কিছু নিয়ম ঠিক করার নির্দেশনা দিব। শহরে হলে ট্রাফিক আইন নিয়ে ভাবার প্রস্তাব করবো। আর গ্রাম বা উপশহর হলে রাস্তাপারাপারে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা নিয়ে ভাবার প্রস্তাব করবো। দলগতভাবে তাদের নিরাপদে বাসা থেকে স্কুলে চলাচলের করণীয় নির্ধারণ করে বছরব্যাপী পালনের জন্য নির্দেশনা দিব।

বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.১: সময় ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণে সক্ষমতা।

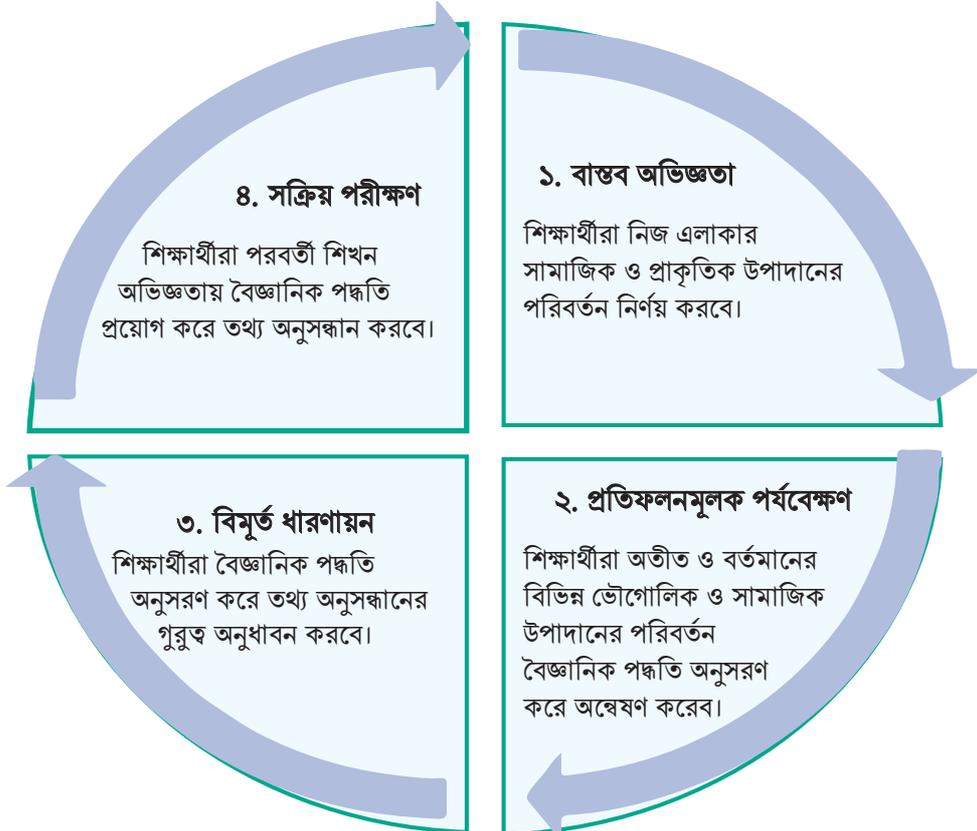
সেশন সংখ্যা: ১৬টি

কর্মঘণ্টা: ১১ ঘণ্টা

সামগ্রিক কাজের বিবরণ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজ এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয় করবে। এরপর নিজ এলাকার অতীত ও বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে বের করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নতুন অর্জিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি পরিচালনার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে পরবর্তী শিখন অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।



সেশন-১ অনুসন্ধান কাজে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত থাকবে

সরাসরি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার আগে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ জীবনে অনুসন্ধানমূলক কাজের কী কী ধরনের অভিজ্ঞতা আছে, এবং কী উদ্দেশ্যে তারা সেই অনুসন্ধানী কাজে যুক্ত হয়েছিল সেটা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করবো। এভাবে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যে নতুন কিছু নয় এবং এর সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত সেই বিষয়টি তুলে ধরে তাদের জীবনের সাথে এ কাজের সম্পর্ক স্থাপন করে দেবো, এতে তারা এ কাজে উৎসাহিত হবে।

- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বের ও বর্তমান ছবি দু'টি দেখিয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলো করবো।

প্রশ্ন

ক) ছবি দুইটিতে কী কী আছে?

খ) কোনো পার্থক্য কি আছে?

গ) তোমাদের কী মনে হয়, কেন এই পার্থক্য ?

ঘ) কোন ছবিটি তুলনামূলকভাবে আগের? কোনটি সাম্প্রতিক? চলো আমরা ছবি দুটো ক্লাসে নিয়ে যাই। হয়ত শিক্ষকও তোমাদের আরও কিছু ছবি দেখাবেন-

- এরপর শিক্ষার্থীদের আরো কিছু পরিবর্তনের ছবি “ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে দেখাবো

ছবিগুলো দেখানোর পর আমরা নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারি:

> উপরে বুড়িগঙ্গা নদীর দুটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দুটোতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

> ছবি দুটোতে কি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছ? যদি দেখতে পাও, তবে কী কী মিল দেখতে পাচ্ছ?

> ছবি দুটোতে কি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? যদি দেখতে পাও, তবে কী কী পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ?

> শিক্ষার্থীদের উত্তর থেকে যদি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টি উঠে না আসে তাহলে শিক্ষক তাদের পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে,

> কোন ছবিটি তুলনামূলকভাবে অতীতকালের এবং কোন ছবিটি সাম্প্রতিক কালের বলে মনে হয় এবং কেন?

- শিক্ষার্থীরা যদি পরিবর্তন চিহ্নিত করতে না পারে তাহলে আমরা আরো সম্পূরক প্রশ্ন করে পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো। আর যদি শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পারে তাহলে তাদের কাছে জানতে চাইবো যে,

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল পরিবর্তন। ৬ষ্ঠ থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে তারা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন অনুসন্ধান করবে। একারণে আমরা চাই শিক্ষার্থীরা পরিবর্তন এর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠুক এবং তার আশে পাশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করুক, পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করুক। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধানের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারাবাহিকতায় তাদেরকে কিছু একক কাজ করতে দেব:

- পরিবর্তন কত ধরনের ই না হয়! কত বিচিত্র!
- কিছু পরিবর্তন প্রাকৃতিক, কিছু সামাজিক
- কিছু পরিবর্তন হতে অনেক দিন সময় নেয়, কিছু পরিবর্তন হয় অনেক দ্রুত
- এমন পরিবর্তন আছে যা মানুষ নিজেই করে নেয়, আবার কিছু পরিবর্তনে মানুষের হাত থাকে না
- কিছু পরিবর্তন কে আমরা পছন্দ করি, কিছু পরিবর্তনকে আমরা ক্ষতি হিসেবে দেখি

তোমাদের এলাকায় তোমরা এরকম কোনো পরিবর্তন দেখতে পাও কি? পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাও?

সেশন ২: এলাকাভিত্তিক পরিবর্তন অনুসন্ধান প্রকল্প-১

শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- খাদ্য/ খেলা/ পোশাক/যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রাকৃতিক পরিবেশ/ কৃষি প্রভৃতিতে পরিবর্তন অন্বেষণের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ কাজে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারে। আমরা সবসময় তাদের সহযোগিতা করবো।

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করা

অনুসন্ধান শুরু হয় মূলত প্রশ্ন থেকে যার উত্তর আমরা অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে খুঁজে বের করি। অনুসন্ধানের প্রশ্নটি এমন হওয়া দরকার যেন:

- ১। সেটি অজানা এবং এটি জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের দরকার। যেমন- কত সালে এলাকার একটি সেতু বা ব্রিজ তৈরি হয়েছিল এটি অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন নয়। বরং সেখানে আগে মানুষ কিভাবে যাতায়াত করত এবং এখন কিভাবে করে সেটি অনুসন্ধানের জন্য ভাল প্রশ্ন।
- ২। প্রশ্নটি জানার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। নইলে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে অনুসন্ধানের। মনে রাখব আমাদের জন্য কোন একটি প্রশ্ন হাস্যকর মনে হতে পারে, বা তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু সেটি শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও মজার মনে হতে পারে। তাদের আগ্রহ কে আমরা গুরুত্ব দেবো।
- ৩। প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের কার কাছে যেতে হবে বা কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে (বই পড়ে, কারও কাছ থেকে শুনে, কোন জাদুঘরে গিয়ে, এলাকা পর্যবেক্ষণ করে ইত্যাদি) সেটি সেই প্রশ্ন থেকে ধারণা পাওয়া যায়। প্রশ্ন খুবই জটিল ও ব্যাপক হলে এটি সম্ভব হবে না। যেমন- “আমাদের এলাকার

মানুষের জীবন যাত্রার কিরকম পরিবর্তন এসেছে”? এর বদলে “এলাকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, চাষ বাস, বাড়ি ঘর ইত্যাদি নিয়ে তারা প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

৪। প্রশ্নের উত্তর পেতে তাদের যা যা করতে হবে তা কি তাদের পক্ষে করা সম্ভব কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। যেমন যদি এজন্য অনেক দূরে যেতে হয়, বা যদি অনেক দামী কিছু কিনতে হয়, বা কোন বিপদজনক পরীক্ষা করতে হয় তবে সেরকম প্রশ্ন তাদেরকে বিবেচনা সাপেক্ষে বাদ দিতে বলব।

৫। তাদের এই অনুসন্ধানটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা প্রয়োজন। কারণ এর মধ্য দিয়ে তাদের অনুসন্ধানের সব গুলো ধাপের ধারণা পাওয়া দরকার যেই ধারণা তারা পরবর্তী শিখন অভিজ্ঞতার জন্য ব্যবহার করবে। এজন্য তাদের এই পরিবর্তনের প্রশ্নটি এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তার জন্য ১ সপ্তাহের বেশি সময় না লাগে (যে সময়ে তারা তাদের পুরো কাজ শেষে উপস্থাপনা করবে সেটি বিবেচনা করে)।

তাদের প্রশ্ন তৈরি হলে নিচের ছক অনুযায়ী তাদের বিবেচনা করে অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন নির্বাচন করতে বলবো। যখন প্রতি দল একটি করে প্রশ্ন অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করবে, তখন আমরা এই ছক অনুযায়ী তাদের প্রশ্ন যদি অনুসন্ধানের উপযুক্ত না হয় তাহলে তা কিছু পরিমার্জন করে নিতে বলবো অথবা, অন্য একটি উপযুক্ত প্রশ্ন নির্বাচনে সাহায্য করব। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেন প্রশ্ন আসে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের প্রশ্নগুলো কি অনুসন্ধানের উপযোগী? চলো মিলিয়ে দেখি

আমাদের প্রশ্নগুলো কি অনুসন্ধানের উপযোগী? চলো মিলিয়ে দেখি (✓/× দেই)

প্রশ্ন	প্রশ্নটির উত্তর আমরা এখানো জানিনা	প্রশ্নটির উত্তর জানার আগ্রহ আছে আমাদের	প্রশ্নের উত্তর পেতে কী করতে হবে, কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে পারছি	প্রশ্নটির উত্তর পেতে যা করা দরকার তা আমরা করতে পারবো	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব
১.					
২.					
৩.					
৪.					

সেশন-৩ থেকে ৪: অনুসন্ধানের পরিকল্পনার প্রস্তুতি

- এরপর শিক্ষার্থীরা বাছাই করা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধানের জন্য দলে আলোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য সহজ পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে। এই প্রক্রিয়াটি দুই পর্বে করা যাবে। শিক্ষার্থীরা প্রথম পর্বে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করবে এবং দ্বিতীয় পর্বে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করবে।

- প্রথম পর্বের পরিকল্পনা করার জন্য তারা নিচের ধরনের ছক ব্যবহার করতে পারে (এটা একটি উদাহরণ মাত্র। আমরা প্রয়োজনে উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী এ ধরনের অন্য কোনো ছকও তৈরি করে ব্যবহার করতে পারি)।

দলের নাম

দলের সদস্যদের নাম:

- ১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:
 - ২। প্রশ্নটিতে সন্নিবেশিত মূল বিষয়সমূহ (Key Concepts):
 - ৩। কোথায় বা কার কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে:
 - ৪। এজন্য তাকে কী কী প্রশ্ন করতে হবে এবং/বা পর্যবেক্ষণ/ ছবি/ নিদর্শন/ মুদ্রিত উৎস থেকে তথ্য/ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে:
- শিক্ষার্থীরা দলীয় পরিকল্পনা পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।
 - প্রতিটি দলের পরিকল্পনা শোনার পর শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে নিম্নলিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিমার্জন করবো ও পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেবো।

অনুসন্ধানের ধাপ	বিচার বিশ্লেষণের মানদণ্ড
১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:	-চ্যালেঞ্জিং, -বাস্তবায়নযোগ্য -তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য - সুনির্দিষ্ট (যেন ভাব/অর্থগত দ্ব্যর্থতা না থাকে)
২। প্রশ্নটিতে সন্নিবেশিত মূল বিষয়সমূহ (Key Concepts):	-প্রশ্নে সর্বোচ্চ দুইটি বিষয় সন্নিবেশিত থাকবে -বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তথ্য সংগ্রহের উপযোগী হয়
৩। কোথায় বা কার কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে:	-উৎসটি যথার্থ, নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে - উৎসের সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ
৪। এজন্য তাকে কী কী প্রশ্ন বা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোন কোন ছবি/ নিদর্শন/ মুদ্রিত উৎস থেকে তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে:	- প্রশ্নটির উত্তর অন্বেষণে তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপকরণটির ব্যবহার -প্রশ্নমালা তৈরি করলে তা হবে সহজবোধ্য ও সংখ্যায় পরিমিত -বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক -পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তথ্য নথিভুক্ত করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে, যেমন-চেকলিস্ট, ভিডিও ফিল্ম নোট ইত্যাদি।

- বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে আরো পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষক নিচে যুক্ত পরিকল্পনা বিচার-বিশ্লেষণের ছক-এ ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবো।
- এরপর পরিকল্পনার বিচার-বিশ্লেষণ ছকটি বুঝিয়ে দিব।

সেশন-৫ থেকে ৭

এই তিনটি সেশনে আগের ক্লাসে তৈরি করা পরিকল্পনার ছক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করবে এবং প্রতিটি ধাপে আমরা সার্বিক সহযোগিতা করবো।

তথ্য সংগ্রহ

- চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক দল আগেই উল্লিখিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- প্রথম কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অভিভাবক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সিনিয়র শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় দলগুলোকে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় আমরা সার্বিক সহযোগিতা দেবো।

সেশন ৮ থেকে ৯

এই দুই সেশনে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করবে। আমরা বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপ ব্যবহার করে তাদেরকে তথ্য বিশ্লেষণে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবো।

তথ্য বিশ্লেষণ

- শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত তথ্যকে এমনভাবে সাজাবে যেন তারা তাদের অনুসন্ধানের উত্তর খুঁজে পায়। বর্ণনামূলক তথ্য, যেমন- সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরিকল্পনা বিচার বিশ্লেষণের ছকে উল্লিখিত মূলবিষয় বা (Key Concepts) এর ধারণা অনুযায়ী নিজেদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন থেকে যে মূল বিষয়বস্তু বের করেছে তার সাথে সম্পর্ক রেখে বিন্যস্ত করবে বা সাজাবে।
- এছাড়া সংখ্যাবাচক তথ্য সহজ উপায়ে হিসাব-নিকাশ করে (যেমন-যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতকরা হার, অনুপাত, গড়, ক্রমানুসারে সাজানো প্রভৃতি বয়সোপযোগী গাণিতিক প্রক্রিয়া) অনুসন্ধানে ব্যবহৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
- এ পর্যায়ে আমরা এই কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো, যেমন- তথ্য, তথ্যের উৎস (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস), তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি ধাপগুলো তাদেরই প্রকল্প সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবো।
- শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করার পর সেই তথ্য থেকে সব সময় সরাসরি প্রশ্নের উত্তর নাও আসতে পারে। সেটিকে সাজাতে বা কোন হিসাব নিকাশ করতে তাদের দিক নির্দেশনা দিন প্রতি দলে। যেমন- সারণি ব্যবহার করে, দরকার হলে শতকরা বা গড় বের করে, সাক্ষাৎকার থেকে বর্ণনা মূলক তথ্য থেকে মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে ও সেগুলো একত্র করতে। এই পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ কে আমরা সরল রাখার চেষ্টা করব।

সেশন-১০ থেকে ১২

এই তিনটি সেশনে প্রত্যেকটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন শেষে আমরা তাদের নির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবো। শিক্ষার্থীরা নিজেরা ও প্রদত্ত ছক ব্যবহার করে নিজেদের মূল্যায়ন করবে।

উপস্থাপন

- এরপর নির্বাচিত দল শ্রেণিকক্ষে সকলের উপস্থিতিতে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া উল্লেখ/ব্যাখ্যা করে নিজ দলের প্রকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। এতে তারা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করবে, যথা - লিখিত রিপোর্ট, পাওয়ার পয়েন্ট, মডেল, ফ্লিপ চার্ট, তথ্যচিত্র, অভিনয়, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, পেইন্টিং, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, কমিকস ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা নিজেদের উপস্থাপনায় ন্যূনপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে, তবে তারা চাইলে অন্যান্য বিষয়ও এর সাথে যুক্ত করতে পারবে। দলগত উপস্থাপনের সময় আমরা নিজেরা এবং অন্যদের সদস্যরা উপস্থাপনকারীদের অনুসন্ধানের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবো। এতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপসমূহ উপলব্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবো।

দলের নাম:

সদস্যদের নাম:

১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:

২। প্রশ্নটিতে সন্নিবেশিত মূল বিষয়সমূহ (Key Concepts):

৩। তথ্যের উৎস:

৪। তথ্য সংগ্রহের উপকরণ:

৫। তথ্যদাতা/উত্তর দাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া

৬। তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

৭। সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- উপস্থাপন শেষে নিচে যুক্ত ছকের মাধ্যমে প্রতিটি দলকে তাদের কাজ সম্পর্কে ভাবার সুযোগ তৈরি করে দেবো যাতে নিজেরা নিজেদের কাজ মূল্যায়ন করতে পারে।

১. আমি কী কী কাজ করেছি?

২. আমার এ কাজটি করতে কেমন লেগেছে?

৩. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম কী? কীভাবে তার সমাধান করেছিলাম?

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম	যেভাবে সমাধান করেছি/করার চেষ্টা করেছি	ভবিষ্যতে করণীয়

8. -----

- (আরও কিছু প্রশ্ন তুমি

নিজেও যোগ করতে পারো, যা তোমার কাজটিকে বিশ্লেষণে সাহায্য করবে বলে তুমি মনে করো।)

- এবার আমরা শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে লাইব্রেরি, ইন্টারনেট ও বই খেঁটে অনুসন্ধান বলতে কী বুঝায় তা জানতে সাহায্য করবো। এ প্রক্রিয়াটি গবেষকের কাজ কিনা তা অনুধাবন করতে সহযোগিতা করবো।
- এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে পাঠ্যপুস্তক, ইন্টারনেট ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গবেষণা, সামাজিক অনুসন্ধানের ধাপসমূহ, তথ্য, তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করার কাজটি অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেবো।
- **আত্ম মূল্যায়ন:**
- নিচের দেয়া ছক অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থী আত্ম মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে তাদের সং থাকতে উৎসাহিত করুন। বুঝিয়ে বলুন যে ধীরে ধীরে তাদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য তাদের নিজেদের বুঝতে হবে তাদের কোনো ধাপ বাদ পরেছে কিনা।
- **মূল্যায়ন:**

আত্মমূল্যায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ধাপ	হ্যাঁ/না
১। অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি	
২। অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উপস্থাপন করেছি	
৩। প্রশ্ন থেকে মূল বিষয়গুলো খুঁজে বের করেছি	
৪। তথ্যের উৎস নির্বাচন করেছি	
৫। তথ্য সংগ্রহের উপকরণ নির্বাচন করেছি	
৬। তথ্য সংগ্রহ করেছি	
৭। তথ্য বিশ্লেষণ করেছি	
৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি	

সেশন-১৩

অনুসন্ধানের প্রতিফলন ও তার মূল্যায়ন

- শুধু শেষে নয় বরং পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চলাকালে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে তাদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটাবে। এজন্য তারা প্রত্যেকে একটি করে “অনুসন্ধান ডায়েরি” রাখবে ও তাতে নিচের প্রশ্নসহ তাদের ব্যক্তিগত মতামত, অনুভূতি ও তাদের যা প্রয়োজনীয় মনে হয় তা লিখে রাখবে:
 - ১। এই ধাপে দলে আমরা কী কী করেছি?
 - ২। কাজগুলো করতে কী কী সমস্যায় পড়েছি, কীভাবে তা সমাধান করলাম?
 - ৩। অন্য কোনোভাবে/ বিকল্প উপায়ে কি কাজগুলো করা যেত?
 - ৪। কোন কাজটি করতে আমার সবেচেয়ে ভালো লেগেছে? কেন?
- এছাড়াও জার্নালে ও টিজিতে উল্লিখিত ২টি ধাপের জন্য আলাদা তথ্য বক্স থাকতে পারে। পরে শিক্ষার্থীরা এ সকল তথ্যের ভিত্তিতেই তাদের প্রতিবেদন / উপস্থাপনা তৈরি করবে।
- এছাড়া পুরো প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতি দলের জন্য একটি পোস্টার ক্লাসরুমে টাঙানো থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায় সে রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লিখবে। (তাদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান/উত্তর খুঁজতে আগেই উৎসাহিত করবো) শ্রেণিকক্ষে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ও সবাই মিলে সমাধানের চেষ্টা করবো।

সেশন-১৪

অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া বিষয়ক পর্যালোচনা

- আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে গবেষণার মৌলিক ধাপগুলো ব্যাখ্যা করবো। (একাজে পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও/পোস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি)। এবারে শিক্ষার্থীরা তাদের পুরো কাজের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে সেখানে এই ধাপগুলো চিহ্নিত করবে। ধাপ ছাড়াও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, যেমন- তথ্য, তথ্য-উৎস ইত্যাদিও ব্যাখ্যা করবো যা শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করবে।

প্রতিফলন

- অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রতি ধাপে প্রতিফলন খুব জরুরি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা প্রতি ধাপে কি করলো, কেন করলো, কি সমস্যার সম্মুখীন হলও, তা থেকে পরিদ্রাণের জন্য কি করলো, এই কাজ টি আবার করলে তারা কী কী ভিন্ন ভাবে করতো, কাজটি করতে কেমন লেগেছে, নতুন যে যে প্রশ্ন মাথায় এসেছে ইত্যাদি নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করবে, লিখে রাখবে। এজন্য তারা একটি ডায়েরিতে এগুলো লিখে রাখবে। একে আমরা প্রতিফলন ডায়েরি বা জার্নাল বলতে পারি। তারা নিজেরাও কোনো নাম দিতে পারে। এটি তারা কাগজ সেলাই করে বা স্টেপলার লাগিয়ে বানাতে পারে অথবা কেনা ডায়েরি ব্যবহার করতে পারে। দলে কাজ করলেও প্রতিফলন তারা লিখবে একক ভাবে নিজে নিজে চিন্তা করে। পরে সেটি নিয়ে তারা দলে আলচনা করতে পারে। একই ডায়েরি তারা অন্যান্য অধ্যায়ের/থিম এর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, বা অন্য বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, এমনকি পরের শ্রেণিতেও ব্যবহার করতে পারে।
- এছাড়াও প্রতি দল একটি করে পোস্টার টাঙাবে দেয়ালে আর তাতে তাদের অনুসন্ধানী কাজ নিয়ে যে সমস্যা গুলো নিজেরা সমাধান করতে পারছে না সেগুলো লিখে রাখবে। সময় মতন আমরা শিক্ষকেরা সেগুলো দেখে আলোচনা করে সমাধানের পথ নির্ধারণ করবো। এছাড়া অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীদের ও উৎসাহ দেব সাহায্য করার।

সেশন ১৫-১৬

অনুসন্ধানের ধাপসমূহ সম্পর্কে গভীর ধারণা

- এছাড়াও প্রতি দল একটি করে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান-ভ্রমণের পোস্টার তৈরি করবে। এই জন্য ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-পাঠ্যবই থেকে অনুসন্ধানের ভ্রমণ পথের ছবিতে যেখানে একেকটি ধাপ হবে একেকটি স্টেশন (ছবি/পিকটোরিয়াল)।
- শিক্ষার্থীরা নিচের প্রশ্নগুলোর মত প্রশ্ন করবে। এর ফলে অনুসন্ধানের মূল ধাপ অভিন্ন হলেও যে তা বিভিন্নভাবে করা যায় (যেমন- সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি), এতে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পাওয়া যায় (যেমন- সংখ্যা, লেখা, ছবি, ইত্যাদি) এবং বিভিন্নভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করা যায় (যেমন ক্রম অনুযায়ী সাজানো, গড়, অনুপাত, বর্ণনা বা ভাব ইত্যাদি) সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা লাভ করবে। শিক্ষার্থীরা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের পোস্টার দেখবে ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

সক্রিয় পরীক্ষণ/প্রয়োগ

- এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সক্রিয় পরীক্ষণের জন্য তারা পরবর্তী যোগ্যতাগুলোর শিখন অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবে।

ফিডব্যাক

- নিশ্চিত করবো যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহও, বিশ্লেষণ করলেও, ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেও সব অনুসন্ধানেই মূল ধাপ গুলো এক- এটা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা।
- শিক্ষার্থীরা যখন ধাপ গুলোর পরিকল্পনা করবে তখন তাদেরকে প্রথমেই তথ্য, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই নাম গুলো বলার দরকার নেই। তাদের কাজের উপস্থাপনার শেষে তাদের কাজের উদাহরণ দিয়ে অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গবেষণা, অনুসন্ধানের ধাপ, তথ্য, তথ্য উৎস, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি শব্দ গুলো বুঝিয়ে বলবো।

সহপাঠী মূল্যায়ন

পুরো অনুসন্ধানী কাজের প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষার্থী কতটুকু অংশগ্রহণ করেছে তা আসলে সেই দলের অন্য শিক্ষার্থীরা ভালো মূল্যায়ন করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা হয়ত এ ধরনের সহপাঠী বা সতীর্থ মূল্যায়ন আগে করেনি। তাই তাদের বুঝিয়ে বলবও কি করতে হবে, এবং সঠিক ভাবে মূল্যায়নে উৎসাহিত করবো আমরা। প্রত্যেক দল তাদের দলের প্রত্যেক বন্ধুর বইতে পারদর্শিতার স্তরটি চিহ্নিত করবে। এটি তারা করবে দলে আলোচনা করে। শিক্ষার্থীদের বলতে হবে এর উদ্দেশ্য বন্ধুকে আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করা।

সতীর্থ মূল্যায়নের রুব্রিক্স: দলীয় কাজে অংশগ্রহণের ছক

মূল্যায়নের ক্ষেত্র:-----

নাম:-----

শিখনের ক্ষেত্র	কাজে অংশগ্রহণের ধরণ		
	পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে	আংশিক অর্জিত হয়েছে	বন্ধুটির আমাদের সাহায্য প্রয়োজন
১. প্রশ্ন উত্থাপন	আমাদের বন্ধুটি দলে ৩টির বেশি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটি দলে ২/১টি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটির অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন করতে বেশ সমস্যা হচ্ছে।
২. তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি মূল বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন তথ্য উৎস চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ তৈরি করা।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি অংশগ্রহণ করেছে, মতামত দিয়েছে।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুর ভবিষ্যতে আরও অংশগ্রহণ আশা করছি।

৩. তথ্য সংগ্রহ	আমাদের বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ সে কোনো না কোনো তথ্য সংগ্রহ করেছে	বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সাহায্য করেছে যেমন-নোট নিতে রেকর্ড করতে ইত্যাদি	আমাদের বন্ধুটির তথ্য সংগ্রহে আরও সাহায্য আশা করি ভবিষ্যতে
৪. তথ্য বিশ্লেষণ	বন্ধুটি সরাসরি তথ্য বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটি তথ্য বিশ্লেষণে সাহায্য করেছে-আইডিয়া দিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে, কিছু হিসাব নিকাশ সাহায্য করেছে।	তথ্য বিশ্লেষণে ভবিষ্যতে বন্ধুটির আরও অংশগ্রহণ আশা করছি।
৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য সাজানো গোছানোর পর ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বন্ধুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছে।	সাজানো তথ্য থেকে আংশিকভাবে সিদ্ধান্তে/ ফলাফলে পৌছাতে পেরেছে, যুক্তি দাড়া করতে সাহায্য করেছে।	বন্ধুটির সিদ্ধান্ত/ফলাফলে পৌছানোর জন্য সাহায্য প্রয়োজন।
৬. প্রতিফলন/ কাজের বিচার বিশ্লেষণ	বন্ধুটি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে দলের কাজের বিচার বিশ্লেষণ করেছে, দল তাতে উপকৃত হয়েছে, ভুল ত্রুটি বুঝতে পারা গেছে।	বন্ধুটি কিছু ধাপে কাজেও বিচার বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটির অনুসন্ধানী কাজে বিচার বিশ্লেষণ/প্রতিফলন বিষয়টির দিকে আরও নজর দিতে হবে।
৭. অনুসন্ধানী কাজে সার্বিক অংশগ্রহণ	আমাদের বন্ধুটি পুরো অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	বন্ধুটি কিছু কিছু ধাপে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে অথবা প্রতিটি ধাপেই অংশগ্রহণ করেছে তবে স্বতঃস্ফূর্ত নয়।	বন্ধুটিকে আমাদের আরও বেশি উৎসাহ দিয়ে দলের কাজে আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

ইতিহাস

নিচের চারটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে এই শিখন অভিজ্ঞাটি সাজানো হয়েছে

অধ্যায়ের নাম: ইতিহাস জানার উপায়

বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.৩: লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা।

যোগ্যতা ৬.৫: সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে ও কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা।

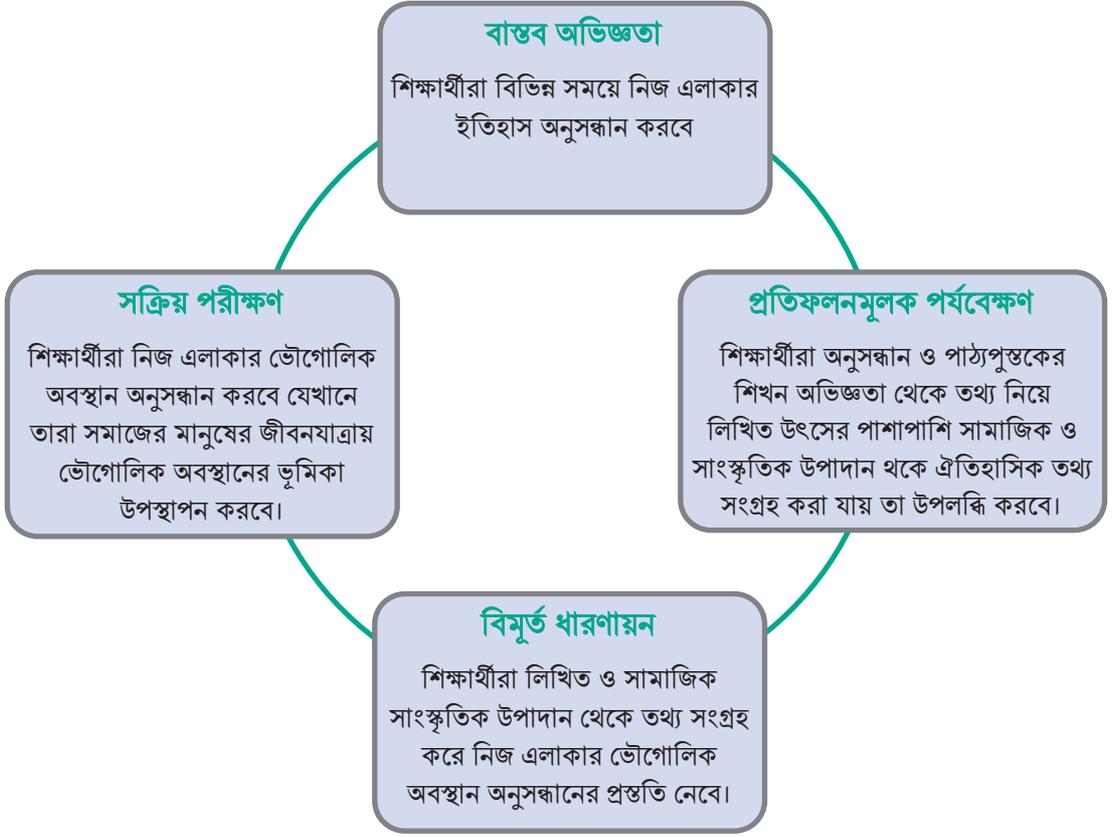
সেশন সংখ্যা: ৭টি

কর্মঘণ্টা: ৫ ঘণ্টা

সামগ্রিক কাজের বিবরণ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজ এলাকার ইতিহাস অনুসন্ধান করবে। এই অনুসন্ধান এবং পাঠ্যপুস্তকের শিখন অভিজ্ঞতা থেকে তারা অনুধাবন করবে লিখিত উৎসের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এরপর তারা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিজ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করবে। সেই সাথে বিভিন্ন লিখিত উৎসের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎস থেকে তথ্য নিয়ে এই ভৌগোলিক অবস্থান কীভাবে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা গঠনে কাজ করে তা অনুসন্ধান করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কী কী কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।



সেশন ১-৩: নিজ পাড়া/মহল্লা/গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান

এই সেশনের জন্য করণীয়

- শিক্ষার্থীরা প্রথমে পাড়া/মহল্লা/গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের ‘ইতিহাস জানার উপায়’ এর ‘আমাদের পাড়া/মহল্লা/গ্রামের ইতিহাস খুঁজি’ কাজটি করতে বলব।
- এজন্য তাদের ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করতে বলব। দলটি এমনভাবে গঠন করব যেনো দলের সদস্যরা একই পাড়া/মহল্লা/গ্রামের বাস করে। এলাকার ইতিহাস জানার জন্য তাদের তথ্যের উৎস হিসেবে পরিবার ও এলাকার ৪ থেকে ৫ জন বয়স্ক ব্যক্তিদের বাছাই করতে বলব।
- শিক্ষার্থীরা এলাকার সংস্কৃতি, পরিবারের গঠন, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষ স্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। এই কাজের জন্য তাদের কিছু প্রশ্ন তৈরি করতে বলবো। প্রশ্নগুলো তারা দলগতভাবে আলোচনা করে তৈরি করবে। কিছু নমুনা প্রশ্ন:

১. আগে এলাকার মানুষের পোশাক কেমন ছিল?
২. আগে এলাকার মানুষের খাবার কেমন ছিল?

৩. এলাকার কোনো অতীত স্থাপনা আছে কি?
৪. এই স্থাপনাটি কে তৈরি করেছিল বলে আপনি জানেন?
৫. এলাকার রাস্তাঘাট আগে কেমন ছিল?

.....
.....

- প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য তারা দলে আলোচনা করে বিশ্লেষণ করবে এবং ফলাফল উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের পর তাদেরকে বুঝিয়ে বলব, আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পেতে পারি। অতীতের বিভিন্ন বই, দলিল, দস্তাবেজ, পত্রিকা থেকে যেমন আমরা ঐতিহাসিক তথ্য পাই ঠিক তেমনি অতীতে ব্যবহৃত মানুষের বিভিন্ন উপাদান, গান, চিত্র, স্থাপনা, ভাস্কর্য ইত্যাদি থেকেও ঐতিহাসিক তথ্য পেতে পারি।

সেশন ১-৪: বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস অনুসন্ধান

এই সেশনের জন্য করণীয়

- শিক্ষার্থীদের ‘ইতিহাস জানার উপায়’, ‘বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব’ এবং ‘দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব’ পড়তে বলব। এজন্য বাড়িতে পড়তে বলব। শিক্ষার্থীদের পড়া শেষ হলে নিচের লেখাটি বুঝিয়ে বলব।

নদী-বিধৌত বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা নামের অঞ্চলটির রয়েছে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমানা বেষ্টিত কিছু অভিন্ন ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১ সালে এই বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ভৌগোলিক অবস্থান বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে। নদী থেকে মাছ সংগ্রহ, পলিসমৃদ্ধ শস্যক্ষেত ইত্যাদি বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারা বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারা অন্য যেকোনো অঞ্চল থেকে ভিন্ন ছিল। তাই অনেক রাজারা এই অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়েও সফল হতে পারেননি। এখানের বৃষ্টিপাত, কাদামাটি, বনজঙ্গল ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন অঞ্চলের কোনো রাজার টিকে থাকার জন্য কষ্টকর ছিল। শুধু তাই নয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই ভৌগলিক পরিবেশ আমাদের সহায়তা করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা নদী পথ, জলাভূমি, বন জঙ্গল ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে হানাদার বাহিনীর উপর। পাকিস্তান বাহিনীর এরকম একের পর এক পরাজয় এনে দিয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এর মধ্যে লিখিত উৎস ও অলিখিত দুই ধরনের উৎসই আছে। লিখিত উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে দলিল, দস্তাবেজ, নথি, বই ইত্যাদি। অলিখিত উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান যেমন-মানুষের কঙ্কাল, হাড়, ব্যবহৃত তৈজসপত্র, হাতিয়ার, বিভিন্ন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। এমনকি মানুষ যখন লিখতে জানত না তখনকার সময়ের ইতিহাস সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি এই সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে।

- শিক্ষার্থীদের বলব, এই পর্যন্ত যে তথ্যগুলো আমরা শুনলাম এগুলো লিখিত উৎসের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিকবিদরা সংগ্রহ করেছে। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। উদাহরণ হিসেবে নিচের গানের লাইনগুলো শিক্ষার্থীদের পড়ে শুনাবো।

ভাওয়াইয়া গান
 আস্তে চালান গাড়ি-রে গাড়িয়াল-
 ধীরে চালান গাড়ি;
 ভাঞ্জি যায় মোর বুকের পাঞ্জর-
 ছাড়তে বাপের বাড়ি-রে...
 আস্তে ধীরে চালান গাড়ি-রে...
 ওরে...
 মাও কান্দে মোর উথাল-পাথাল
 বাপের ফাটে হিয়া,

 আস্তে ধীরে চালান গাড়ি-রে...
 ওরে...
 নারীর জীবন এমন জীবন
 বিধির হতোৎ গড়া,
 আপন মানুষ পর করা খায়
 পরকে আপন করা-রে...
 আস্তে ধীরে চালান গাড়ি-রে...

- এরপর জিজ্ঞেস করবো, এই গানটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলকে উপস্থাপন করছে? সেখানে ভৌগোলিক অবস্থা কেমন? তা দলগতভাবে আলোচনা করে সনাক্ত করতে বলবো। এজন্য শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের দল গঠন করতে বলবো। এরপর তারা গানটির বিভিন্ন লাইন বিশ্লেষণ করে দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবে।
- শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবো, এভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান যেমন গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি থেকেও কোনো অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। যেমন এই গানে নদী ও কৃষি ক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে যার উপর সেখানে বসবাস করা পরিবার, সমাজ ও রীতি-নীতি ইত্যাদি প্রভাব ফেলে।
- এছাড়া ইতিহাসের যেকোনো পটপরিবর্তন সম্পর্কেও জানা যায় সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে। শিক্ষার্থীদের নিচের গানটি শুনাবেন যেখানে ১৯৫২ সালে বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে।

হামার ভাষা হামার গান -অন্তর চন্দ্র

বাংলা হামার মায়ের ভাষা
বাংলা হামার প্রাণ
বায়ান্নর রাজপথে রক্তে
দিছে নিজের জান।।
রফিক শফিক বরকত আরও
সোনারও ভাই বোন
মাওয়ার ভাষা বাঁচবার নাগি
হইছে উচাটন ।। (ভাইরে)
.....
হামার ভাষা হামার গান
নাড়ি পোতা টান

সেশন ৫-৭: নিজ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান অনুসন্ধান

- ‘বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব’ এ ‘আমাদের চারপাশের ভৌগোলিক পরিবেশ’ অনুসন্ধানী কাজটি করতে বলবো।
- ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি দল গঠন করতে বলবো। তাদের তিনটি থিমের উপর দলে আলোচনা করে প্রশ্ন তৈরি করতে বলবো।
 ১. ভৌগোলিক পরিবেশের উপাদান
 ২. আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
 ৩. আমাদের এলাকার মানুষের পেশার সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের সম্পৃক্ততা
- এই জন্য তারা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে।
- এইজন্য তারা এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন উৎস যেমন- বই, পত্রিকা, ম্যাপ, বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। বই পড়া কর্মসূচির মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করবে।
- এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবো। যেমন- এলাকার মানুষের পেশা, পোশাক, উৎসব ইত্যাদি **পর্যবেক্ষণ**।

প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম

সেশন সংখ্যা: ২টি

কর্মঘণ্টা: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

এটি ৬.৭ শিখন যোগ্যতা ‘প্রকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক’ এর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির সংরক্ষণের জন্য কিছু কাজ নির্বাচন করবে যা তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়ন করবে। এই কাজগুলো সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এগুলো ধারাবাহিকভাবে না হয়ে অন্যান্য যোগ্যতা বিষয়ক ক্লাস এর মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হতে পারে যাতে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে একঘেয়ে বিষয়ে পরিণত না হয়।

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ধ্বংসের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরি

আমরা শিক্ষার্থীদের বন্য প্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার জন্য পরিবেশ দূষণ ও বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী তথ্যচিত্র বা ভিডিও বা কোন বই পড়তে দিতে পারি। এসব কোন কিছুই পাওয়া না গেলে বা গেলেও নিচের বন্যপ্রাণির ছবিগুলো দেখিয়ে বলতে পারি (পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব সংক্রান্ত অংশটুকু অবশ্যই পড়ে দেখবো) যে-

- » ছবির পাখী ও প্রাণীগুলো দেখতে কেমন লাগছে?
- » এই প্রাণীগুলো কোন দেশে পাওয়া যায়?
- » শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবো যে, কেমন হতো যদি এই প্রাণীগুলো আমাদের চারপাশে সবসময় ঘুরে বেড়াতো?

আরো বলবো যে, সেটা হয়তো আর কখনোই সম্ভব হবে না, কেননা এই প্রাণীদের আর বাংলাদেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না- বাংলাদেশে এদের আর একটি প্রাণীও বেঁচে নেই-এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অথচ অল্প কিছু দিন আগেও এদের অনেকেই বসবাস করতো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ধরা যাক ময়ূরের কথা। মাত্র ১০০ বছর আগেও এরা কাক বা শালিখের মত ঘুরে বেড়াতো সারাদেশের শালবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে।

বলবো- তোমরা কি জানো কেনো এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীরা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল?

উত্তরে শিক্ষার্থীরা যদি কেউ হাঁ বলে তাহলে তার/তাদের ধারণাটা কি তা শুনবো। তারপর বলবো-এবার তাহলে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান- পাঠ্যবই থেকে আরও কিছু ছবি আমরা দেখি।

জিজ্ঞাসা করবো যে, ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে ছবির নিচের শূণ্যস্থানে লিখ (কোন অবস্থাতেই ছবিগুলোর নিচে লেখা নাম শিক্ষার্থীদের দেখাবেন না বা জানাবেন না। তারা যাতে নিজেরা চেষ্টা করে ছবি দেখে ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী নাম দেবার।

ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হবার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতে পারো?

এবার বলবো-চলো, এ প্রশ্ন দুটির উত্তর আমরা দলে বিভক্ত হয়ে দলগতভাবে খুঁজে বের করি। এরপর শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে কোনো একটি দলে যুক্ত হয়ে আমরাও তাদের সাথে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজবো। শিক্ষার্থীরা দলে ১০ মিনিট আলোচনা করে প্রশ্ন দুটির উত্তর দলগতভাবে উপস্থাপন করবে।

প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইব,

- » এসব সমস্যার পেছনে কার ভূমিকা রয়েছে?
- » এসব সমস্যা দূর করতে হলে কাকে ভূমিকা পালন করতে হবে?

শিক্ষার্থীরা যদি বলে যে, মানুষকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলে তাদেরকে প্রশ্ন করবো যে,

- » মানুষ হিসেবে আমাদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা?
- » আমরা কীভাবে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি?
- » বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের মত এত বড় কাজটি কি আমরা একা একা করতে পারবো?

তাদের উত্তরের প্রেক্ষিতে আবার জিজ্ঞাসা করবো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো? তারা যদি উত্তরে বলে যে সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে, তখন সকল শিক্ষার্থীর সম্মতি নেওয়ার জন্য বলবো-তাহলে আমরা বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কিছু কার্যক্রম হাতে নিতে পারি। এইগুলোর বাস্তবায়ন করবো সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে?

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ইনক্লুসনের নীতিমালা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়ে তাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের “শ্যামলী” নামের গল্পটি পড়বে। গল্পটি পড়া শেষ হলে তারা নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে দলে আলোচনা করে গল্পটি থেকে উত্তর খুঁজে বের করবে। তাদের বলবো চলো আমরা গল্পটি থেকে এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

- » শ্যামলী গল্পের শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার সমস্যাটি কীভাবে চিহ্নিত করেছিলো?
- » সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কী করেছিল?
- » সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো?

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের উত্তরগুলো উপস্থাপন করার পর তাদের কাছে জানতে চাইবো যে তারা তাহলে কী ধরনের কাজ নির্ধারণ করতে চায়?

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা-

আবারো ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত হয়ে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ কী হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে। দলে কাজ করা শেষ হলে প্রত্যেক দল তাদের তালিকা পোস্টার পেপারে বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময় সকল শিক্ষার্থী আলোচনার মাধ্যমে সবগুলো দলের তালিকা থেকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করবে যা ক্লাবের সদস্যরা একক ও দলীয়ভাবে সারা বছর ধরে বাস্তবায়ন করবে। নিচে নমুনা হিসেবে কিছু কাজের তালিকা দেয়া হলো। এটা শুধু আমাদের বোঝার সুবিধার্থে উদাহরণ মাত্র। কোনোভাবেই এটা শিক্ষার্থীদের দেখানো যাবে না, তবে খেয়াল রাখবো। যাতে বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক কাজগুলো বাদ না যায়। শিক্ষার্থীরা দলে বসে নিজেদের মত করে নিজেদের এলাকার বাস্তবতা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে।

- » ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন
- » বন্য পশুপাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ
- » নিজের বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় ময়লা- আবর্জনা ব্যবস্থাপনা
- » নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ করতে সরাসরি উদ্যোগ নেয়া
- » বন্য পশুপাখি ও পরিবেশ রক্ষায় জনমত তৈরিতে প্রচারণা
- » চিড়িয়াখানা, পার্ক, বিশেষ জীব বৈচিত্র্যসম্পন্ন স্থান যেমন বিল, হাওড়, বন, পাহাড় প্রভৃতি পরিদর্শন
- » আহত বা বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের আশ্রয় দেওয়া ও তাদের লালন-পালন করা
- » ব্যবহার্য দ্রব্য, জালানীসহ সকল ধরনের সম্পদের টেকসই ব্যবহার করা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা

এবারে তাদের বলবো কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো! চলো এবার আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করবো।

তাদের বলবো যে তারা তাদের কাজের সুবিধার্থে পরামর্শের জন্য কাউকে পরামর্শক হিসেবে রাখতে চায় কিনা? একমাত্র তাদের সম্মিতির ভিত্তিতেই পরামর্শক রাখা যেতে পারে।

১. আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ ২. বই পড়া কর্মসূচি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.৪: লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্বরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা

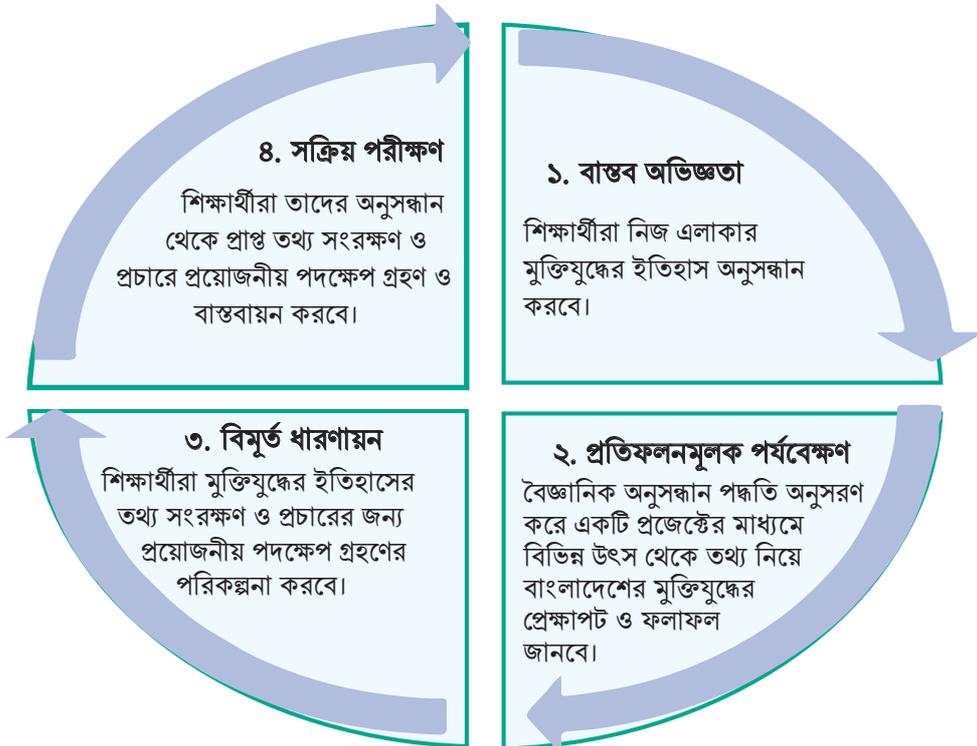
সেশন সংখ্যা: ১১টি

কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা

সামগ্রিক কাজের ধারণা

শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় /লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা/ ঘটনা/ উল্লেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। এ অনুসন্ধান থেকে তারা অনুধাবন করবে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় খুব সাধারণ মানুষেরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক এক জন অনন্য সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পরিমার্জন ও বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। একই সাথে কীভাবে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করবে সে সিদ্ধান্ত নেবে (পোস্টার, নাটিকা, গান, ভিডিও, বই ইত্যাদি), প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল



সেশন ১

ধাপ ১: অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক শিখন সম্পর্কে ধারণা

- মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিষয়ক এই কাজটি শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প পরিচালনার ধাপ অনুসরণ করে করবে। অনুসন্ধানমূলক কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো প্রকল্পভিত্তিক কাজ বিশেষ করে অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক কাজ কীভাবে করা হয়।
- প্রকল্পভিত্তিক কাজে মূলত সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি অথবা কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এই কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় ধরে করে থাকি। অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই তা সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে উপস্থাপন করি বা সংশ্লিষ্টরা উপকৃত হতে পারে।
- কিন্তু একটা বিষয় আমাদের পরিষ্কারভাবে জেনে রাখতে হবে যে, প্রকল্পভিত্তিক কাজ মানেই কিন্তু অনুসন্ধানমূলক কাজ নয় সব সময়। এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা অনুসন্ধানমূলক কাজ করব। তবে কোন মডেল তৈরি করা বা কোন কিছু সৃষ্টি করা বা কোন বাস্তব সমস্যার সমাধানও প্রকল্পভিত্তিক কাজ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাগান করা, দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধের, পাহারপুড় বৌদ্ধ বিহার, সৌর জগৎ প্রভৃতির মডেল তৈরি করা বা কোনো এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত করাও প্রকল্পভিত্তিক কাজের উদ্দেশ্য হতে পারে।

ধাপ ২: ওরিয়েন্টেশন/ সমস্যা চিহ্নিতকরণ

- মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিষয়ে এই প্রকল্পভিত্তিক কাজের কোনো একটি শিরোনাম শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কথোপকথনের মাধ্যমে বের করে আনার জন্য নিচের মত মানসিক পরিবেশ বা প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারি (এটি একটি উদাহরণ মাত্র, আমরা নিজেদের মত করে শ্রেণিকক্ষে প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারি)
 - ক) আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে?
 - খ) কেনো, কখন এবং কত দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?
 - গ) কার নেতৃত্বে, কীভাবে সংঘটিত হয়েছে?
 - ঘ) শুধু কি বিখ্যাত মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন? আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা কী কোন অবদান রেখেছিলেন? তোমাদের পরিচিত কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ অথবা সহযোগিতা করেছিলেন?
 - ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিলেন?

এই ধরনের কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা ক্লাসে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবো। এই প্রসঙ্গে আমরা মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের বীরত্বের কোন ঘটনা বলতে পারি। উদাহরণ হিসেবে একজন শিক্ষকের জবানিতে আলোচনা করা নিচের ঘটনাটি পড়তে পারি, মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষদের অসংখ্য বীরত্বের ঘটনা থেকে এরকম অন্য কোন ঘটনাও আমরা বলতে পারি—

শহীদ আজাদের গল্প

তোমরা হয়তো অনেকে শহীদ আজাদ এর কথা শুনেছো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আজাদ ছিল তরতাজা এক তরুণ প্রাণ। কম বয়স হলেও সে ছিল ক্র্যাক-প্ল্যাটুন নামে এক গেরিলা দলের ভীষণ সাহসী এক সদস্য। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাতে বিন্দুমাত্র ভয় পেত না। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আজাদ পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আজাদের মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারেন যে, আজাদকে রমনা খানায় আটকে রাখা হয়েছে। তিনি গিয়ে দেখেন আজাদকে এমনই অত্যাচার করা হয়েছে যে আজাদ উঠে দাড়াতে পারছে না। মাকে দেখে আজাদ বলল যে, পাকিস্তানীরা বলেছে যদি আজাদ তার গেরিলা দলের বাকী সদস্যদের খবর জানায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আজাদের মা তখন আজাদকে বলেন জীবন গেলেও যাতে আজাদ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা পাকিস্তানীদের না বলে। আজাদ সম্মত হয়। দীর্ঘ অনাহারে শীর্ণ আজাদ মায়ের কাছে ভাত খেতে চেয়েছিল। আজাদের মা ভাত নিয়ে ফেরৎ এসে আজাদকে আর খুঁজে পান নি কখনো। আজাদের মা এরপর যে ১৪ বছর বেঁচে ছিলেন কখনও আর ভাত খান নি।

এ তো গেল এক শহীদ আজাদের কথা। এরকম হাজারো শহীদ আজাদ আমাদের প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আমরা কি কখনও জানবো না আমাদের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এমন বীর শহীদদের কথা? এমন বীর মায়াদের কথা?

...নিশ্চয়ই জানবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জানবো কীভাবে? আমাদের এলাকার এই ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই। আমরা কি শুধু অন্যদের খুঁজে পাওয়া ইতিহাস পড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবো? না নিজেরাই বিস্মৃতির অতল থেকে হারাতে বসা ইতিহাস খুঁজে বের করে আনবো? কেমন হয়, যদি আমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করি?

সেশন ২:

- এই সেশনের শুরুতে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইতে পারি যে, তাদের অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তারা কী কী জানতে চায়? শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে, যেমন- কী ঘটেছিল, পাকিস্তানীরা এই এলাকায় কী অত্যাচার করেছিল? এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা কী করেছিল? সাধারণ মানুষ কী করেছিল? তারা যা যা প্রশ্ন করবে সে সবগুলোকে আমরা নোট করবো এবং আলোচনা শেষে কয়েকটি মূল প্রশ্নে ভাগ করে দিব যেগুলোর উত্তর এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করবে। যেমন-
 - ১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল?
 - ২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?
 - ৩। সাধারণ মানুষরা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?
- এই পর্যায়ে আমরা শ্রেণিকক্ষে কারো পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন কিনা তা জিজ্ঞেস করতে পারি। যদি এমন কেউ থাকে তার পরিবারের ঘটনাটি আমরা ক্লাসের বাকি সবার সাথে শেয়ার করতে বলতে পারি।

- এরপর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবো, যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চলে এরকম আরো কত ঘটনা ঘটেছিল সেসব কথা কোথা থেকে জানা যেতে পারে? শিক্ষার্থীদের উত্তরে অনেক কিছু আসতে পারে, যেমন- এলাকার বিভিন্ন বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে, পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব তথ্য আছে সেখান থেকে, স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে, ওই সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ইত্যাদি।
- আমরা তখন জানতে চাইতে পারি, যে এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কিনা কীভাবে জানব। শিক্ষার্থীরা তাদের মত করে উত্তর দেবে, সেখানে একাধিক উৎস থেকে তথ্য যাচাই করার মত উত্তর থাকলে আমরা সেটার উপর জোর দেবো।
- এরপর আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি এই এলাকার ঘটনা যারা জানেন না তাদের জানানোর জন্য আমরা কী করতে পারি। শিক্ষার্থীদের উত্তর নিয়ে কিছুটা আলোচনা করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে এই আলোচনার সম্পর্ক স্থাপন করবো।
- এবার এই পুরো আলোচনার ভিত্তিতে এই পুরো কাজটি কীভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে সে অনুযায়ী ধাপসমূহকে যৌক্তিকভাবে সাজাবো এবং বোর্ডে তার একটি রোড ম্যাপ তৈরি করবো।

সেশন ৩:

ধাপ ৩: প্রস্তুতি (দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা)

- এই পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের দল গঠন করার নির্দেশ দেবো, শিক্ষার্থীদের কাছেই জানতে চাইবো যে কীভাবে দল গঠন করলে নির্দিষ্ট এলাকার মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে। শিক্ষার্থীরা কাছাকাছি বাসায় থাকে এমন ভাবে দল গঠন করার প্রস্তাব দিতে পারে। যেই মতামতই আসুক, সবার আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নীতি মেনে সিদ্ধান্ত নেব। শিক্ষার্থীরা তাদের বাসস্থানের এলাকা ভিত্তিক/ সংখ্যা ভিত্তিক দল গঠন করবে এবং দলে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিশ্চিত করে শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করবে।
- প্রতি দলে ৮ থেকে ১০ জন সদস্য থাকতে পারে, পুরো কার্যক্রম দলীয় কাজভিত্তিক হবে এবং সকল শিক্ষার্থী শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত তার নির্ধারিত দলের সাথে কাজ করবে।
- মূল কাজ শুরু করার পূর্বে দীর্ঘমেয়াদি এই কাজে দলের সদস্যরা কী কী নিয়ম-নীতি মেনে চলবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং সকলে অনুসরণ করার জন্য একমত হবে। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো-

শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতি

১.	দলের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা
২.	নিজের মতামত প্রকাশে কখনও কোনো কারণেই দ্বিধা না করা
৩.	অন্যের মতামত শ্রদ্ধার সাথে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা

৪.	দলীয় কাজে ছেলে-মেয়ে ও সক্ষমতার ধরণ নির্বিশেষে দলের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
৫.	সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নেওয়া
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	

- আগের ধাপের রোড ম্যাপ অনুযায়ী প্রত্যেক দল নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। আমরা কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ক ধাপসমূহ প্রতিদলের শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করতে সহযোগিতা করবো।

সেশন ৪ থেকে ৫

ধাপ ৪: বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

- যদিও এর আগে অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে মৌলিক ধাপগুলোর কথা জেনেছিলাম সেখানে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা বা লিটারেচার রিভিউ এর ধাপটি ছিল না, এখানে এই কাজটিতে এই ধাপটি যুক্ত হবে। অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিদ্যমান তথ্য জানা থাকলে নতুন কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সহজতর হয়। এই ধাপে আমরা সবগুলো দলের কাছে জানতে চাইবো যে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? যদিও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ধাপে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করবে, তবে এই ধাপে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ হয়ত বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারে। তখন আমরা সকল দলকে নির্দেশ দেবো সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরী করতে এবং তালিকা অনুযায়ী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে।
- প্রতিটি দল নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে তালিকায় থাকা উৎসসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ তাদের প্রাপ্ত তথ্যাবলি আমাদের সাথে শেয়ার করবে।
- আমরা এ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য কাজের সুবিধার্থের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-পাঠ্যবইয়ের আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ অংশটুকু অবশ্যই আগেই পড়ে নেবো।

বই পড়া কর্মসূচি

- এই সেশনের কার্যক্রম হিসেবে আমরা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা তৈরি করতে বলবো। লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে কীভাবে লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে হয়, ব্যবহার করতে হয়, লাইব্রেরি ব্যবহারের নিয়ম-নীতি এবং সদস্য হয়ে বই ধার নিতে হয় সে বিষয়গুলো হাত-কলমে দেখিয়ে দেবো।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে বই পড়া কর্মসূচি সংক্রান্ত শিখন অভিজ্ঞতা সব শেষে যুক্ত থাকলেও শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমের লিটারেচার রিভিউ ধাপের অংশ হিসেবে আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবো।
- প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীরা বই পড়া কর্মসূচির কাজের ধরণ এবং সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা করবে এবং আমরা সার্বিক সহযোগিতা করবো।
- প্রথম দিনেই লাইব্রেরিতে (স্কুল/স্থানীয়/থানা/জেলা লাইব্রেরিতে (যদি থাকে) নিয়ে গিয়ে সবাইকে সদস্য করে কীভাবে বই ধার নিতে হয় এবং ফেরৎ দিতে হয় তা শিখিয়ে দেবো। আর যদি স্কুলে বা আশেপাশে কোনো লাইব্রেরী না থাকে তাহলে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকগণ ও এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষদের সহযোগিতায় স্কুলের একটি কক্ষে লাইব্রেরি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবো বই পড়া কার্যক্রম হিসেবে। সাথে প্রতি সপ্তাহে বা পনেরো দিনে একটি করে বই পড়ার কর্মসূচি তো থাকবেই।
- এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা যারা শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে কাজ করছে বিধি-বিধান মেনে তাদের সহযোগিতাও গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বই পড়া কর্মসূচির সাথে অন্য সকল বিষয়েরই সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই ঐসব বিষয়ের শিক্ষকদের সাথেও আলোচনা করে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি ও ক্লাসের সময় ক্লাবের কাজে যাতে ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করবো।

সেশন ৬-৭:

ধাপ ৫: অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

- এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যার যার পরিবারের বয়স্ক স্বজন/প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতি দল নিজেরা আলোচনা করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা হলো তথ্য সংগ্রহের একটি উপকরণ। আমরা এতে কিছু প্রশ্ন আগে থেকেই তৈরি করে রাখি যেগুলো সাক্ষাৎকারদাতাদের জিজ্ঞাসা করি। এই প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হয় যেন এগুলোর উত্তর পাওয়া গেলে অনুসন্ধানের মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়।
- আমরা সাহায্য করবো না কিন্তু তদারকি করবো। দলের প্রত্যেকে নিজ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা
১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল?	<p>১। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?</p> <p>২। তখন আপনার বয়স কত ছিলো?</p> <p>৩। আপনার জানা মতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি এই এলাকায় এসেছিলো?</p> <p>৪। উত্তর হ্যা হলে, তারা কী ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন করেছিলো?</p> <p>(উপরের নমুনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় আরো প্রশ্ন তৈরি করে নিতে পারে।)</p> <p>৫।.....</p> <p>৬।.....</p> <p>৭।.....</p>
২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?	<p>উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো করে শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে।</p> <p>১।</p> <p>২।</p> <p>৩।</p>
৩। সাধারণ মানুষরা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?	<p>উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো করে শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে।</p> <p>১।</p> <p>২।</p> <p>৩।</p>
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	
তারিখ:	

- সাথে তাদের প্রাপ্ত তথ্য শেয়ার করবে। এরপর প্রতিটি দলকে বলবো দলের সদস্যদের স্বজনদের ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিশেষ ঘটনা দলের পক্ষ থেকে ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার পর তাদের সংগৃহীত ঘটনাবলীতে যেসব জায়গার উল্লেখ পাওয়া গেছে সেখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান করতে বলবো। এই প্রসঙ্গে এই এলাকায় প্রকৃতিগত ও পরিবেশগত কারণে (যেমন- নদী নালা বেশি থাকার কারণে, ইত্যাদি) পাকিস্তানীরা কোন বাধা পেয়েছে কিনা সেই তথ্যও অনুসন্ধান করতে বলবো। শিক্ষার্থীরা উক্ত জায়গাগুলো খুঁজে বের করবে এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই জায়গা পরিদর্শন করে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিংবা বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। কাজে যাবার আগে তারা আমাদের সাথে দলীয় পরিকল্পনা শেয়ার করবে।
- শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা ফলো আপ করবো এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিবো। আমরা কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবো এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোন জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেয়া) সহায়তা দেবো।
- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় /লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা/ ঘটনা/ উল্লেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় জনগনের বাস্তব অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আন্তঃসম্পর্ক, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ঘটনাবলী সম্বলিত স্থান বা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করবে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ব্যবহার করে এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত স্থানসমূহ চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করবে।
- দলের শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে সকলেই যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করবো।

সেশন ৮:

ধাপ ৬: তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

- আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবো তার ধারণা নিবো ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবো। তবে শিক্ষার্থীদের উপর কোন মতামত চাপিয়ে দেবো না।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে গ্রহন-বর্জন করে তা বিশ্লেষণ করবে এবং নিজেদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে আমাদের ও অন্যান্য দলের সামনে উপস্থাপন করবে।

সেশন ৯ -১১:

ধাপ ৭: ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- আমরা প্রতিটি দলের কাছে জানতে চাইবো, এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছে সেগুলো কীভাবে তারা অন্যদের জানাতে পারে?
- শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করতে পারে। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দেবো, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবো। আমাদের পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং কোন জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করবে।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি / মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকবেন।
- বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থাপন করবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধাপ ৮: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

- এরপর আমরা মুক্তিযুদ্ধের এসব স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোন উপায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবো। প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় “শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ”/ বিদ্যমান স্মৃতিস্তম্ভ/সৌধ আধুনিকায়ন / সংরক্ষণ বা পুনঃনির্মাণের নক্সা তৈরীর পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পারে।

ধাপ ৯ : ডকুমেন্টেশন

- দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ এবং সারসংক্ষেপ সংরক্ষণ করতে আমরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক দিবো। শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিতরূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিতরূপ/ খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) আমাদের সাহায্য নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করবে।

সবশেষে আমরা শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের রুব্রিক্সটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবো।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

যোগ্যতা ৬.৫: সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা

যোগ্যতা ৬.৬: সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা

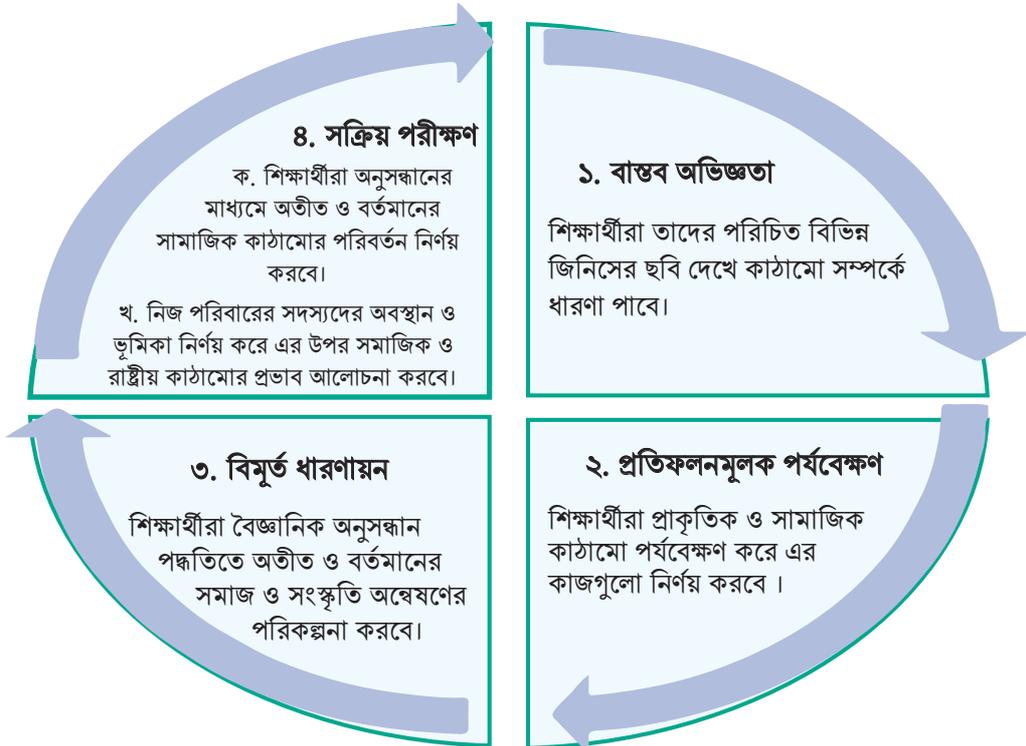
সেশন সংখ্যা: ১৪টি

কর্মঘণ্টা: ১১ ঘণ্টা

সামগ্রিক কার্যাবলীর বিবরণ

এই যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য প্রথমেই সাধারণভাবে তাদের “কাঠামো” সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাড়ি-ঘর, স্থাপনার গঠনপ্রণালী ও কার্যকারিতা আলোচনা ও উপস্থাপনা করবে। এরপর প্রথমে তারা প্রাকৃতিক কাঠামো এবং তারপর সামাজিক কাঠামো ও তার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বোঝার জন্য বিভিন্ন কাজ করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন সমাজের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অন্বেষণ করবে ও বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।



সেশন ১: ছবি দেখে দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা

এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-পাঠ্যবই থেকে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঘর ও অন্যান্য স্থাপনার ছবি দেখাব। ছবিগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে। তারা পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠা প্রভৃতির কাঠামো, কোন ধরনের ঘর কী কাজে ব্যবহৃত হয়, ভৌগোলিক অবস্থা, আবহাওয়া, সময় ও ব্যবহার অনুযায়ী কীভাবে ঘরের কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তা অনুধাবন করবে। অতঃপর বিভিন্ন বস্তুর কাঠামো ও তার কার্যকারিতার সাথে সম্পর্ক কী তা অনুধাবন করবে।

এই সেশনে আমাদের করণীয়

- আমরা প্রথমে আন্তরিকভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবো এবং সেশনে স্বাগত জানাবো। এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের বলবো যে, আজ আমরা দলগতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন সময়ের ঘর-বাড়ী ও বিভিন্ন স্থাপনা (ইগলু, তাবু, জাপানী, চাইনীজ, গুহা, গ্রিনহাউজ, হাসপাতাল, কারাগার, কারখানা, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করবো। আমরা চাইলে নিজেরাও বইয়ের বাইরে থেকে প্রাসঙ্গিক ছবি সেশনের আগেই সংগ্রহ করে সেশনে নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারি। ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে তাদেরকে ৫-৮ জনের দলে বিভক্ত হতে সহযোগিতা করি। শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বইতে দেয়া ছবিগুলো দেখবে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য আলোচনা করবে।

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১.	ঘর-বাড়ী/দালান-কোঠাগুলোর আকার/আকৃতি দেখতে কেমন?	
২.	কী দিয়ে তৈরি করা হয়?	
৩.	কী কাজে ব্যবহার করা হয়?	
৪.	আবহাওয়া/ পরিবেশের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কী? থাকলে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?	
৫.	কী কাজে ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী ঘর-বাড়ী/ দালান-কোঠাগুলোর গঠনে পার্থক্য রয়েছে কি? থাকলে কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে?	

- আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে হবে যে, কোন বিষয় আগের কোন দল ইতোমধ্যেই বলে ফেললে একই কথা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। আমরা শিক্ষার্থীদের আলোচনা থেকে সারসংক্ষেপ করার মাধ্যমে নিচের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবো-

শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে:

সবকিছুরই একটি কাঠামো বা আকার-আকৃতি থাকে। সময় এর সাথে সাথে, স্থানভেদে এবং ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং পরিবর্তিতও হয়।

এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের কাঠামো ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা আরো বিস্তৃত করার জন্য কয়েকটি প্রাকৃতিক কাঠামো যেমন পর্বতমালা, মহাসাগর-সাগর, নদী, আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি, মালভূমি, বনভূমি ইত্যাদির গঠন (নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাব) ও সে অনুযায়ী কিভাবে কার্যকারিতা নির্ভরশীল ঐ উপলব্ধিটি গভীর করার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের যেতে সহযোগিতা করবো।

সেশন ২: ছবি দেখে দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা

- প্রথমেই আমরা শিক্ষার্থীদের তাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠবই থেকে ভূমিরূপের বিভিন্ন ছবি গুলো দেখতে বলি এবং কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করি

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন

এসব ভৌগলিক অবস্থানের নাম জানো কি? এগুলোর কোনোটায় কি তোমরা গিয়েছ? সেগুলো কীরকম? সেগুলোর অবস্থান কোথায়? এদের মধ্যে কি কোনো মিল/অমিল খুঁজে পাচ্ছ? কি/ কি মিল/অমিল খুঁজে পাচ্ছ? এছাড়াও আরও ভিন্ন ধরনের কী কী জায়গা সম্পর্কে তোমরা জানো?

এই প্রশ্নোত্তর এর মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের “ভূমিরূপ” সম্পর্কে ধারণা দেবো।

- শিক্ষার্থীরা ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করবে। ভূমিরূপের ধারণা তো শিক্ষার্থীরা পেলো। এবারে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সম্পর্কে তারা জানবে- জানবে তাদের নাম, বৈশিষ্ট্য, কীভাবে তৈরি হয়। এজন্য তাদেরকে আমরা একটি মজার কাজ করতে দেবো। সেটি হল ভূমিরূপের অভিধান বানানো। এই সেশনে আমাদের করণীয়: শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব- “কেমন হবে বলতো যদি আমরা প্রত্যেকে একটি করে জানা অজানা ভূমিরূপের অভিধান বানাই?” এবারে আমরা শিক্ষার্থীদের অভিধান মানে কি তা বুঝিয়ে বলবো। আর কিভাবে ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করবে সে বিষয়ে তাদের নির্দেশনা দেব।
- ভূমিরূপের অভিধান তৈরির নির্দেশনা: এক্ষেত্রে অভিধান তৈরির জন্য তারা প্রত্যেকে একটা ডায়েরি আনবে যা আমরা তাদের আগের ক্লাসে বলে দেব। এপর্যায়ে তারা সবাই মিলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের নাম বোর্ডে লিখবে। একই নামের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেটি তাদের বলে দেবো। তারপর তাদের নিজেদের ডায়েরিতে লিখবে ও ছবি আঁকবে। অভিধানটি কেমন হবে তার একটি নমুনা তাদের পাঠ্যবইয়ে দেয়া আছে। যদি তারা এমন কোনো ভূমিরূপের নাম লিখে যা তারা বুকলেটে খুঁজে না পায় তখন আমরা শিক্ষকেরা তাদের সাহায্য করে দেব। একাজে তারা বুকলেটে এ দেয়া ভূমিরূপের তথ্য ছাড়াও চাইলে ইন্টারনেট, লাইব্রেরি, পত্রিকা, মানচিত্র, অন্য কোনো বই, ভিডিও, অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাতকার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তারা ছবি হাতে আঁকতে পারে বা অন্য কোনো উৎস থেকেও নিতে পারে। এক্ষেত্রে তারা ছবি কোথা থেকে নিয়েছে তা যেন

তারা উল্লেখ করে তথ্যসূত্র হিসেবে সেটি মনে করিয়ে দিতে হবে (তারা এটি ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে শিখে থাকবে)। প্রত্যেক শিক্ষার্থী অবশ্যই তাদের অভিধানের উপরের শিরোনাম পৃষ্ঠাটি ও সূচিপত্র তৈরি করবে। কোন কোন বিষয়গুলো অবশ্যই তাদের বানানো অভিধানে থাকবে তা বোর্ডে লিখে দেবো:- ভূমিরূপের নাম (শিরোনাম হিসেবে) -ভূমিরূপের সংজ্ঞা -ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য -আমাদের দেশে এ রূপ ভূমিরূপ থাকলে তার উদাহরণ -পৃথিবীতে এ ধরনের বিখ্যাত ভূমিরূপ এর উদাহরণ - কোনো মজার ঘটনা বা বিষয় থাকলে তার উল্লেখ ভবিষ্যতে যদি নতুন আরো কোনো ভূমিরূপ সম্পর্কে তারা জানতে পারে তবে যেন তা অভিধানে সংযুক্ত করতে পারে সে বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে বলবো। একে অন্যের অভিধানটি যেন মাঝে মাঝে তারা বিনিময় করে সেটি তাদের বলে দেব। তার মাধ্যমে একজনের যদি কোনো ভূমিরূপ বাদ পড়ে যায় তা সংযুক্ত করার সুযোগ পাবে।

সেশন ২-৫: ছবি দেখে দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা

ম্যাপে ভূমিরূপ চিহ্নিত করা

এবারে আমরা চাই শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ সম্পর্কে জানবে, মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে এবং ভূমিরূপের সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কেও জানবে। তারা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ এর তালিকা মানচিত্রে চিহ্নিত করবে এবং এ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকা তৈরি করবে।

এই সেশনে করণীয়

- এজন্য প্রথমেই তাদের বা তাদের নানা বাড়ী, দাদা বাড়ি, মামা বাড়ি ইত্যাদি পরিচিত পরিবেশের ভূমিরূপ নিয়ে জিজ্ঞাসা করবো। তারা তাদের পরিচিত ভূমিরূপ সম্পর্কে বলবে। আবার বিভিন্ন ঋতুতে এগুলোর পরিবর্তন এবং ভিন্নতা সম্পর্কেও জানতে চাইবো। আলোচনা করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ এর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং সেগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত করবে। সব শেষে আমরা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ এর একটি মানচিত্র (শিক্ষকের নিজের তৈরি করা বা কেনা) টাঙাবো। শিক্ষার্থীরা নিজেদের করা মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে নেবে।

বিশ্ব ভ্রমন লুডো খেলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা

এই সেশনে করণীয়

- এবারে চলুন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করি এইসব ভূমিরূপ এর কি কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে যা থেকে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকে? যেমন নদীতে পরিবর্তন, সমুদ্রের ঢেউ, ইত্যাদি। এখান থেকে তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধারণা দেব আমরা। তারপর তারা বিভিন্ন দুর্যোগের নাম চিন্তা করে বলবে যেগুলো ভূমিরূপের সাথে সম্পর্কিত এবং তা লিখবে। ভূমিরূপ এ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেমন: নদী ভাঙ্গান, বন্যা...
- এবারে শিক্ষার্থীদের ৮ টি দলে ভাগ করে বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের ভূপ্রকৃতির বিশিষ্ট একে ও রঙ করে চিহ্নিত করে তার সাথে সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর ছবিও যুক্ত করতে বলবো। এজন্য তাদের ৮টি বিভাগের আলাদা মানচিত্র দেওয়া যেতে পারে। তারা চাইলে বিভিন্ন বই

যেগুলো খুললে ভেতর থেকে কোন কিছুর ছবি বা লেখা অংশ উচু হয়ে উঠে (পপ-আপ বই) সেরকম বইয়ের মতো করে বিভাগের উপরে কাগজ যুক্ত করে তাতে বৈশিষ্ট্য লিখতে পারে। এমন ভাবে সেটি লাগাবে যেন সেটি পৃষ্ঠার মত উলটে নিচের লেখা পড়া যায়। কাজ শেষে সব গুলো একসাথে করে তারা দেয়ালে জোড়া লাগিয়ে মানচিত্র পূরণ করবে। সবাই সবারটা দেখবে, আলোচনার মাধ্যমে নতুন কিছু পেলে তা যোগ করবে।

- বাংলাদেশের ভূমিরূপ তো জানলো শিক্ষার্থীরা। তার সাথে এলাকা ভিত্তিক দুর্যোগগুলোও। এবারে তাদের আমরা কিছুটা পরিচিত করবো বিশ্ব-ভূপ্রকৃতির সাথেও। এবারো আমরা, শিক্ষার্থীদের এক মজার শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাব। শিক্ষার্থীরা খেলবে বিশ্ব ভ্রমণ বা পৃথিবীর ভূমিরূপ লুডো। এজন্য চলুন তাদের খেলার নিয়ম কানুন জানিয়ে দেই। শিক্ষার্থীদের আগের দিনই বলে দেব তাদের যে বিশ্ব ভ্রমণ লুডো দেয়া হয়েছে সেটি যেটি শক্ত কোন কাগজের বোর্ডে সুন্দর করে আঠা দিয়ে একটি লুডো বানিয়ে নিয়ে আসে। সেই সাথে লুডো খেলার গুটি আর ছক্কাও বানাতে বা বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতে ভুল না করে।
- সকল শিক্ষার্থীদের একটি করে আলাদাভাবে ছাপানো বিশ্ব ভ্রমণ লুডো বই ও শিক্ষক সহায়িকার সাথে দেয়া হবে। তবে শুধু ছাপানো কাগজ দেয়া হবে। আপনারা শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন যেন তারা সুন্দরভাবে লুডোটি বানাতে পারে।

বিশ্বভ্রমণ লুডো খেলার নিয়মাবলী

খেলাটি শিক্ষার্থীরা ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে। টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে। ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। দলের যে কোন একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবে। খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারী নির্ধারণ করতে হবে। রেফারী কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারী হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না। একজন শিক্ষার্থী কে কত পয়েন্ট পেল তার হিসাব রাখবে। প্রতি স্টেশনে যেখানে থামবে সেখানে একটি ঘটনার সম্মুখীন হবে। সেখানে তাকে একটি প্রশ্ন করা হবে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে সে কয় পয়েন্ট আগাবে বা কোথায় যাবে এবং না পারলে কয় পয়েন্ট পিছাবে বা কোথায় যাবে তা একটি তালিকায় দেয়া আছে (বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্যে পরিশিষ্ট - ২ দ্রষ্টব্য)। ১০০ পয়েন্ট এ আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

সেশন ৬: শিক্ষা সফর

- আমরা পরিশিষ্টতে সংযুক্ত শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক আগে থেকেই শিক্ষা সফরের কাজ শুরু করবো। এ কাজে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের দিয়ে আয়োজন সম্পন্ন করে রাখবো। সফরের দিনও শিক্ষার্থীদের সব রকম কাজের সাথে যুক্ত রাখবো। সর্তকতা ও নিরাপত্তার বিষয়টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
- শিক্ষা সফর ছাড়া কি প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা তৈরি পরিপূর্ণতা পায় বলুন তো! এবারে তাই শিক্ষার্থীদের জন্যে তাদেরই আয়োজনে একটি শিক্ষা সফর এর পরিকল্পনা করা যাক।

- শিক্ষার্থীদের বলবো এসো সবাই মিলে একটি শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা করি। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছক ব্যবহার করে পরিকল্পনাটি করা যায়।
- শিক্ষাসফর শেষে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে নিজের একটি ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করবে। সেখানে তারা সফরের সময় যে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে, যা যা দেখেছে তার বর্ণনা ছোট ছোট প্যারা আকারে লিখবে। সেখানে তারা তাদের দেখা দৃশ্য এবং ভূমিরূপের হাতে আঁকা ছবি/ ছবি তুলে লাগিয়ে দেবে। ভবিষ্যতে যখনই তারা কোনো ভ্রমণে যাবে তাদের ডায়েরিতে তাদের অভিজ্ঞতা লিখে রাখবে।
- শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা করার জন্য একটি নমুনা চেকলিস্ট পরিশিষ্ট - ১ দেওয়া আছে।

সেশন ৭: ধর্মগোলার গল্প

এ সেশনে করণীয়

- আমরা আগেই জেনেছি ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল পরিবর্তন। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং এদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করবে এবং নিজস্ব গন্ডিতে ছোট ছোট কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তারা একদিন বিশ্বনাগরিক হিসেবে দায়িত্বপালন করতে সক্ষম হবে। এই ধারাবাহিকতায় তাদেরকে আমরা কিছু একক ও দলীয় কাজ করতে দেব প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সামাজিক কাঠামো অনুসন্ধান উদ্বুদ্ধ করবো এবং সে উদ্দেশ্যে তাদের বই এ দেয়া “ধর্মগোলার গল্প” টি পড়তে বলবো।
- দলীয় আলোচনা: এবারে ছক ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে সমাজের কী কী প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানূনের কথা বলা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলি।
- ছকটি ব্যবহার করে গল্পে সমাজের যে সকল প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা বলা আছে তা চিহ্নিত করবে শিক্ষার্থীরা দলে। শিক্ষার্থীদের বলবো এবার চলো সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জেনে নিই।

সেশন ৭: মুক্ত আলোচনা, বক্তৃতা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংলাপ

এই সেশনে করণীয়

- মুক্ত আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের সমাজ, সামাজিক কাঠামোর ব্যাপারে প্রথমে আগ্রহী করে তুলব। মুক্ত আলোচনার জন্য প্রশ্ন সমাজ কী? কাদের নিয়ে, কী কী উপাদানে একটা সমাজ গড়ে ওঠে? কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সমাজ গড়ে ওঠে?
- শিক্ষার্থীদের বলবো- এইসব প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য আমাদের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে জানা দরকার। সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়- সামাজিক কাঠামো সেই উত্তর দেয়।
- সামাজিক কাঠামো সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিশীল আয়োজন। যার মধ্যে মানুষ একত্রে বসবাস করে ও মানুষ-মানুষে মিথস্ক্রিয়া বা আদান-প্রদান ঘটে, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি তৈরি হয়।

- এবার এই ধারণা কাজে লাগিয়ে “ধর্মগোলা” গল্পটি থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষ-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া খুঁজে বের করতে বলবো শিক্ষার্থীদের।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষ-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া ধর্মগোলা গল্পে বন্যার কবলে পড়ে গ্রামের মানুষের যখন খাবারের অভাব দেখা দিলো। তখন সমাজের সবগুলো পরিবার যার কাছে যা খাবার ছিলো তাই সমাজের সবার জন্যে এক জায়গায় জড়ো করে খাবার তৈরি করেছিল। যাদের কাছে কোন খাবার ছিল না তারা শ্রম দিয়ে বা কাজ করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছিলো। সমাজের মানুষের সাথে কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানও মানুষের উপকার করতে কাজ করেছে। যেমন-সরকার ত্রাণ সরবরাহ করেছে ঐ এলাকায়। আবার ইউনিয়ন পরিষদ সেই ত্রাণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এর সাথে স্কুল, শিক্ষা বিভাগ, পুলিশসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে।
- এবারে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় নতুন প্রশ্ন যোগ করবো- এবার তাহলে বল তো, ডেমরা গ্রামের মানুষ-মানুষে আর মানুষ-প্রতিষ্ঠানে এই মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠলো কিভাবে? অর্থাৎ কেন মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলো পারস্পরিক যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া করলো?
- কারণ ওরা বিশ্বাস করতো একা একা ভালো থাকা যায় না! এবং ওরা অন্য মানুষের উপকার করতে গর্ব বোধ করতো! ভালো কাজ মনে করতো। আর এই যে কোনো একটা বিশ্বাস, ভাল বা মন্দ মনে করা, এগুলোই মানুষের আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। কেননা অধিকাংশ মানুষই সমাজে সবার কাছে ভালো বলে পরিচিত হতে চায়। তখন তারা সমাজের সবাই যে সব কাজকে ভালো বলে মনে করে তাই করার চেষ্টা করে। এই সব বিশ্বাস এবং ভালো-মন্দের বোধকে আমরা মূল্যবোধ বলে জানি। আর সমাজে যে সব কাজ ভাল বা মন্দ নয় কিন্তু সমাজের মানুষ বহু বছর ধরে করতে অভ্যস্ত তা সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান রীতি-নীতি হিসেবে পরিচিত। আর এই সবকিছুর মিথস্ক্রিয়াতেই গড়ে উঠে সামাজিক কাঠামো।

সেশন ৮: নিজ এলাকার সামাজিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ে কাজ ও সামাজিক কাঠামো ও এর ভূমিকা নিয়ে বক্তৃতা ও সংলাপ

এ সেশনে করণীয়

- এবারে শিক্ষার্থীদের বলবো তাদের নিজের এলাকার সমাজ থেকে কোনো একটি সম্মিলিত উদ্যোগ বা অন্য যে কোনো বিষয় চিহ্নিত করতে। তারপর শিক্ষার্থীরা সেই উদ্যোগে বা বিষয়ে সেই সমাজের মানুষ-মানুষে ও মানুষ-প্রতিষ্ঠানে যে মিথস্ক্রিয়া তা অনুসন্ধান করবে। তারা খাতায় বা পোস্টারে যার যার এলাকার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষ-মানুষে মিথস্ক্রিয়ার বর্ণনা লিখবে।
- এবারে সামাজিক রীতি নীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বোঝানোর জন্য তাদেরকে একটি চিন্তামূলক প্রশ্ন দেয়া যেতে পারে-

চিন্তামূলক প্রশ্ন আচ্ছা বলো তো আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষেরা কী পোশাক পরে আর নারীরা কী পোশাক পরে? কিন্তু কে ঠিক করলো মেয়েরা কী পোশাক পড়বে আর ছেলেরা কী? [আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমরা শিখি।] তাহলে, বাবা-মা জানলেন কী করে কার কোন পোশাক পড়া উচিত? [দাদা-দাদী,

নানা-নানীদের কাছ থেকে] যদি আবারো জিজ্ঞাসা করি যে দাদী-নানীরা জানলেন কিভাবে? আমাদের তখন অতীত খুঁজতে হবে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের জন্মের আগেই অনেক সামাজিক আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়।

- শিক্ষার্থীদের সাথে এই আলোচনা, সংলাপ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নিচের ধারণার অবতারণা করব:
সামাজিক কাঠামো ও এর ভূমিকা আসলে, আমরা জন্মগ্রহণের আগেই সমাজ কোন প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হবে বা সামাজিক কাঠামো নির্ধারিত হয়ে গেছে। সামাজিক কাঠামো আমাদের আচার-আচরণকে ঠিক করে দেয়। আমাদের কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, কী বলা উচিত, কী পোশাক পড়া উচিত, কার সাথে কেমন আচরণ করা উচিত- প্রায় সবই সামাজিক কাঠামো দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা সাধারণত তা অনুসরণ করি মাত্র। তবে সামাজিক কাঠামোও পরিবর্তনশীল। খুব ধীরে হলেও তা বদলায়। সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্য থাকে একটা দলে বসবাসরত মানুষের সম্মিলিত লক্ষ্য পূরণ করা। সবাইকে সমাজের একজন মানুষ হিসেবে যে ভূমিকা পালন ও মর্যাদা অর্জন করতে হয়, তার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করা। সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা। সে অর্থে, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক দল ও সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে মানুষ বাঁচে, বেড়ে ওঠে ও এর অংশ হয়- এই সবকিছুর সম্মিলিত রূপকে সামাজিক কাঠামো বলা যায়। এইসব সামাজিক দলের মধ্যে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের পরিচিত মানুষের গণ্ডি ও তার বাইরেও অপরিচিত গণ্ডিতেও ব্যক্তি পর্যায়ে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হন। এই দলসমূহ সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরির জন্য মানুষে-মানুষে সম্পর্ক তৈরি, বৃদ্ধি, নিরাপদে থাকা ও অন্যদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টির অংশ হিসেবে সে নিজেকে উপস্থাপন করে। ধরা যাক, শাপলা ১২ বছরের একজন বালিকা, যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী হিসেবে জীবনের এমন একটা পর্যায়ে এসেছে। সে বুঝতে শিখছে যে সে একজন স্বতন্ত্র বা আলাদা ব্যক্তি। শাপলা স্কুলের ফুটবল/কাবাডি দলে যোগ দেয়। কারণ সে খেলাটা উপভোগ করে। এভাবে খেলতে খেলতে তার কিছু বন্ধু তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই ফুটবল/কাবাডি দলটি শাপলাকে একজন ভাল খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পায়। এবং একইসাথে সামাজিকভাবে একজন দলীয় খেলোয়াড় (টিমমেট) হিসেবে গড়ে তোলে। তার দলের খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক, ও অন্য দলের খেলোয়াড়দের সাথে যোগাযোগ এর মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে অনন্য (অন্যদের চেয়ে আলাদা) করে তোলে। অন্যদিকে তার বোন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হয়। তার বন্ধু, পরিচিত জন, যোগাযোগ সবই বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে। ফলে, একই পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে শাপলার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। দুই বোনের সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক কাঠামো ভিন্ন হবার কারণে দুই জন দুই রকম মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। এরকম ঘটনা সমাজের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, সামাজিক কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজের সব মানুষের জন্য কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সেশন ৯: সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ

এ সেশনে করণীয়

- আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ও বক্তৃতা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, ছক দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক কাঠামোর দুই ধরনের উপাদান সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করবো। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা নিচে দেয়া হল:

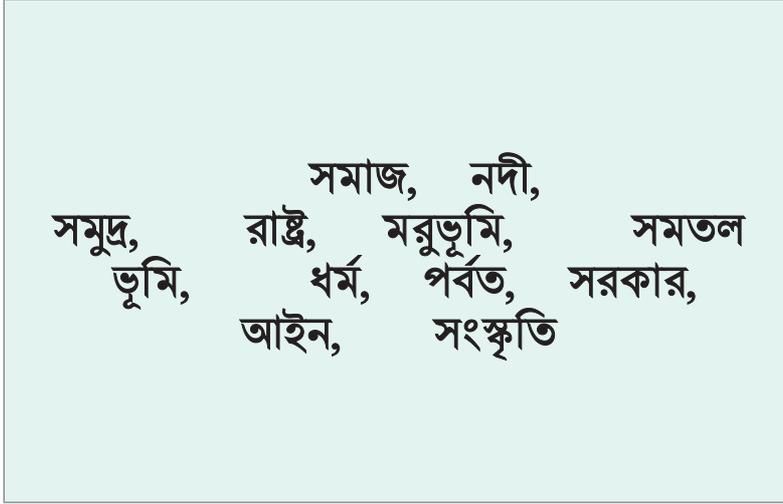
সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহকে মোটাদাগে দুই বর্গে ভাগ করা যায়। ১) সামাজিক বিধি-রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস- মানুষের চিন্তা ও আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। আর মানুষের চিন্তা ও আচরণে যার মধ্যে সামাজিক কাঠামো সংকেত আকারে লেখা কিংবা লুকানো থাকে। ২) সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন-পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, সরকার ও রাষ্ট্র- যাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদান হলো: সামাজিক ভূমিকা, সামাজিক মর্যাদা, সামাজিক নেটওয়ার্ক, দল ও প্রতিষ্ঠান। একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টা আমরা দেখাতে পারি:

সামাজিক ভূমিকা একজন মানুষ কি করে ও কী কী কাজ একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা যায়- তার সাথে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কিত। ধরা যাক, অভিরাম রাস্তায় ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন। এমন হতে পারে যে, তার এই কাজকে সমাজে নিচু চোখে দেখা হয়। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তার কাজকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হতে পারে। কারণ পরিচ্ছন্নতা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। সামাজিক মর্যাদা সমাজে বা একটি দলের মধ্যে ব্যক্তির অবস্থান বোঝার জন্য সামাজিক মর্যাদাকে একটি পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মর্যাদা মাপার জন্য সম্পত্তি, পদবি, পারিবারিক ঐতিহ্য (খানদান), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আরো কিছু বিষয়: যেমন, কী কাপড় পরিধান করে, কি খাবার খায়, শিল্প-সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ -এসব বিষয় খেয়াল করা হয়। সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ বিভিন্ন দলের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ গড়ে ওঠে। কীভাবে এই দলগুলোর মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং সমাজে এই বিষয়কে কীভাবে দেখা হয় তা সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগের প্রধান বিবেচ্য। ধরা যাক, মুনিয়া স্কুলের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্য। হতে পারে এই কারনেই তাকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে তার যোগাযোগ করতে হয়। এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার কারণে তার সামাজিকীকরণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সাহচর্যে আসার সুযোগ তৈরি হয়। কাজেই মুনিয়া বুঝতে পারে তার ক্লাবকে বাইরের ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান কীভাবে দেখে। দল ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলতে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী ধরণকে বোঝানো হয়। এধরণের কিছু গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাই। পরিবার, সংস্কৃতি, রাজনীতি বা আইন,সরকার, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও শিক্ষা। দল ও প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো ও কী কী সম্পর্ক তৈরি হবে তার সুযোগ তৈরি করে। ধরা যাক, ক্লাসে ৪২ জন শিক্ষার্থী আছে। এর মানে হচ্ছে, শিক্ষক তার ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে কমপক্ষে ৪২ জন অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আবার বৃহত্তর অর্থে (মা অথবা বাবা) ৪২ টি পরিবারের সাথে শিক্ষকের যোগাযোগ ও জানাশোনার সুযোগ আছে।

সামাজিক কাঠামো হিসেবে পরিবার

সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক উদাহরণ হলো পরিবার। একজন মানুষের জন্য প্রথম সামাজিক দল বা সংগঠন হচ্ছে পরিবার। কাজেই মানুষের পরিবার নামের সংগঠন আছে। আবার একই সাথে সে এই সংগঠনের সদস্য। পরিবার একজন ব্যক্তির সবকিছুকে আকৃতি/অবয়ব দেয়। ব্যক্তি কীভাবে কথা বলবে, কী পরিধান করবে, কী কী বিকাশ করবে ইত্যাদি। একজন মানুষ পরিবারের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে তাকে কী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, সে কী হবে, কী করলে তাকে ভালো বা খারাপ মনে করা হবে। এই কারণে তার অবস্থান কী হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। গনেশ এর পরিবার তাকে শিক্ষা দিলো যে, গনেশ যদি বাইরের লোকদের সাথে যোগাযোগের সময় নম্র ও ভদ্র থাকে, তাহলে তাকে সবাই ভাল বলবে। তার মিথস্ক্রিয়া সহজ হবে। কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা তৈরি হবে ঘনিষ্ঠ কাজের সম্পর্ক তৈরি অন্যদিকে গনেশ যদি পরিবার থেকে অন্যদের সাথে যোগাযোগ বা চলাফেরার সময় রুঢ় বা খারাপ আচরণ করে, তবে তার সম্পর্কে ভাল ধারণা হবে না।

সামাজিক কাঠামোর উদাহরণ: সামাজিক কাঠামোর উদাহরণ হিসেবে আমরা নিচের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখ করতে পারি।



- কারণ প্রতিটি কাঠামোরই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও ভূমিকা রয়েছে। এ কাঠামোগুলো সামগ্রিকভাবে একটি দলগত ঐক্য ও নিরাপত্তার বোধ দেয়। যেমন, পরিবার: আমাদের শৈশব-কৈশোরে মৌলিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়। সরকার: সরকার আইন-কানুন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন-পুলিশ, আনসার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিকে সারাজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়। রাষ্ট্র: রাষ্ট্র নিজেই বৃহত্তর একটি সামাজিক কাঠামোর অংশ। একই সাথে সামাজিক কাঠামো নিজেই আবার রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে। আবার অন্য দিকে, রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে ভূমিকা রাখে। নাগরিকদের নানান সেবা (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি) প্রদান করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব আমাদের সামনে দৃশ্যমান করে।

আইন-কানুন ও মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, প্রথা

সামাজিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় আইন কানুন এবং মূল্যবোধ রীতি নীতি ও প্রথা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ নিজে সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে এইসব নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে চলে। জীবনযাপনের নানান বিষয়ে যেমন-বাগড়া, দ্বন্দ্ব, জমিজমার মালিকানা, উত্তরাধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ সংক্রান্ত বিষয় গুলো এই কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে দলগতভাবে কোনো এলাকার মানুষের আচরণের বিশেষ প্যাটার্ন বা ধরণ। আমরা প্রতিদিনের জীবন যাপনে যা কিছু করি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা সমাজে থাকার কারণে যদি তা অন্যদের চেয়ে আলাদা বা বিশেষভাবে করি তবে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সব আচরণই আমাদের সংস্কৃতির অংশ। যেমন-আমরা কী ধরণের খাবার খাই, কীভাবে খাই, ভাষা, পোশাক, খেলাধুলা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসসহ আরো অনেক কিছু। এক এক দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে সংস্কৃতির পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এক ধরণের সংস্কৃতি, আবার উত্তর বঙ্গ বা পাহাড়ী এলাকায় আবার ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

ধর্মসহ অন্যান্য বিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ বিশ্বাস, বিধিনিষেধ, জীবনবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের মাধ্যমে একটা সম্প্রদায়কে পরিচালিত করে এবং লালনও করে। যে জীবনবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গি সেই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের পালন করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এসব বিধান বিশ্বাস ও রীতিনীতি মেনে চলার মধ্যে দিয়ে মানুষ ঐ ধর্ম সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করতে পারে। আবার অনেক সময় কোনো এক দেশের, অঞ্চল বা বিশ্বাসের সংস্কৃতিকে অন্য কোনো দেশের, অঞ্চলের বা বিশ্বাসের মানুষের কাছে বিচিত্র বা মজার মনে হতে পারে। আবার আমাদের সংস্কৃতিও অন্যদের কাছে বিচিত্র বা চমকপ্রদ মনে হতে পারে। যেমন- ১। ভেনিজুয়েলাতে যদি তোমাকে তোমার কোনো বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ করা হয়, আর তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হও, তাহলে তোমাকে ওরা ভাববে তুমি পেটুক আর লোভী। ঠিক সময়ের চেয়ে একটু দেরি করে যাওয়াটাই সেখানকার সংস্কৃতি। ২। অন্যদিকে চীনে গিয়ে কোনো বন্ধুকে ভুলেও অভিনন্দন জানাতে ফুলের তোড়া উপহার দেয়া যাবে না। কারণ চীনের সংস্কৃতি অনুযায়ী শুধু মৃত মানুষকেই ফুলের তোড়া দেয়ার প্রচলন। কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই তার নিজের সংস্কৃতি তার কাছে খুবই ভালো এবং উপযোগী মনে হয়। এজন্য সংস্কৃতির কোনো ভাল বা মন্দ বিচার করা চলে না। এক দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের কোনো রকম তুলনা করা চলে না। পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর মনে হয়।

সেশন ১১ থেকে ১২: অনুসন্ধানী কাজ

এ সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের এই অনুসন্ধানী কাজের জন্য ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করতে বলব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে বর্তমান ও অতীতের আমাদের দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তা খুঁজে বের করবে।
- তাই তাদের অনুসন্ধানের ধাপগুলো মনে করিয়ে দেব। প্রয়োজনে ‘বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি’ শিখন অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক ধাপগুলো পড়ার নির্দেশনা দিব।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য একদিন সময় দিব। এরপর তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল শ্রেণিতে বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

সেশন ১৩ থেকে ১৪: নিজ পরিবারের সদস্যদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয়

এ সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ পরিবারের সদস্যদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করতে বলবো। এজন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকটি ব্যবহার করতে বলবো।
- এজন্য শিক্ষার্থীদের পূর্ব গঠিত দলে বসতে বলব। এরপর নিজ পরিবারের সদস্যদের পরিবারে ও সমাজে অবস্থান ও ভূমিকা বের করতে বলবো। তারা দলে আলোচনা করে ছকটি পূরণ করবে।
- সদস্যদের অবস্থান ও ভূমিকা পালনে সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলে তা খুঁজে বের করতে বলব।
- দলগত আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়বস্তু ও ছকটি তারা উপস্থাপন করবে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.৭: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

মোট সেশন সংখ্যা: ১৪টি

মোট কর্মঘণ্টা: ১১ ঘণ্টা

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

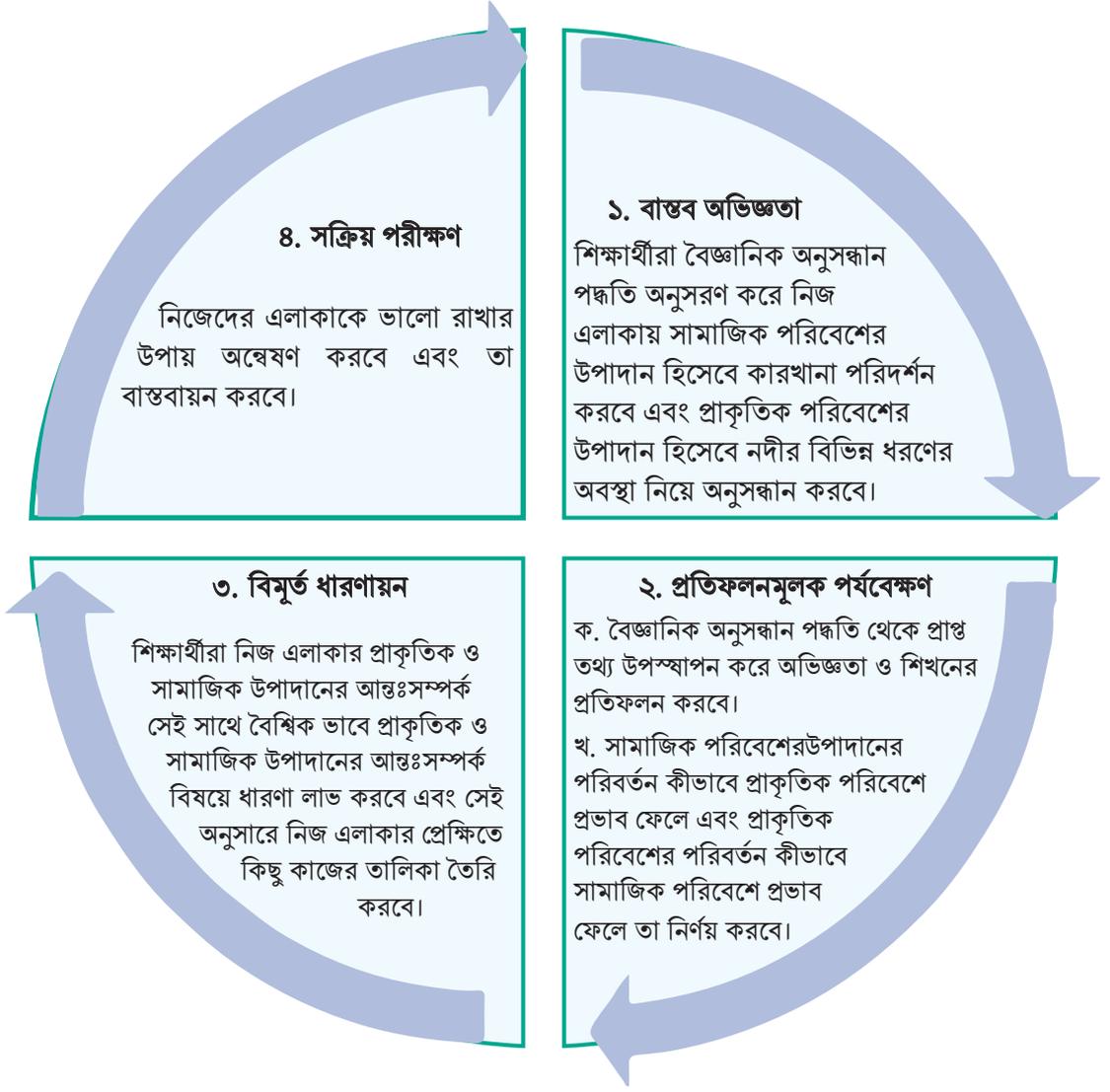
শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৩টি ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক অন্বেষণের সুযোগ করে দেবেন।

এজন্য প্রথম ধাপে ‘প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম’ এর শ্যামলী গল্পে বর্ণ্যপ্রাণি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হিসেবে যে ছবি গুলো দেখেছে সেগুলো ব্যবহার করবেন। এগুলো দেখে, শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে কারখানার মাধ্যমে দূষনের বিষয় টি নিয়ে চিন্তা করবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা জানাবে। পরে তারা সরাসরি একটি কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব অনুসন্ধান করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক এবং এদের স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাব অন্বেষণের কাজটি করবে।

দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তন এর প্রভাব সামাজিক পরিবেশে কি ধরনের পরিবর্তন আনে সে বিষয়টি খুঁজে বের করার সুযোগ করে দেবেন।

তৃতীয় ধাপে এসকল বিষয় উপলব্ধির মাধ্যমে তারা স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল আচরণের প্রকাশ ঘটাবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।



সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক অন্বেষণ-----

কার্যাবলী:সেশন ১-১০

থিম: সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসেবে কারখানা পরিদর্শন

সেশন ১: আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন এবং কারখানা পরিদর্শনের পরিকল্পনা

সেশন ২: কারখানা পরিদর্শন।

সেশন ৩-৪: পরিদর্শন পরবর্তী দলীয় উপস্থাপনা

থিম: স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল এর সাথে বৈশ্বিক পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন

সেশন ৫ : স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত পরিষ্করণ

সেশন ৬: বৈশ্বিক পর্যায়ের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত কমিক্স পাঠ ও ছক পূরণ

থিম:প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সামাজিক জীবনের প্রভাব অন্বেষণে নদী নিয়ে কাজ

সেশন ৭-৮: রিভার পাজল খেলা ও ভূমির ব্যবহার অন্বেষণ।

সেশন ৯ : নদীর পরিবর্তনের উপর মানুষের জীবনের প্রভাব অন্বেষণ

সেশন ১০-১১: নদী তীরবর্তী সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান মূলক কাজ

থিম: শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীলতার প্রকাশ

সেশন ১২-১৪: নিজেদের এলাকাকে ভালো রাখার উপায় অন্বেষণ এবং বাস্তবায়ন

থিম: সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসেবে কারখানা পরিদর্শন

সেশন ১: আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন এবং কারখানা পরিদর্শনের পরিকল্পনা

এই সেশনে করণীয়

এই সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক অন্বেষণের কাজ টি করবে।

- এর অংশ হিসেবে শ্রেণিতে তারা ‘প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম’ এর শ্যামলী গল্পে বর্ণনাপ্রাণি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হিসেবে যে ছবি গুলো দেখেছে সেগুলো আবার দেখবে। সেখান থেকে কারখানার মাধ্যমে দূষণের বিষয় টি ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইতে পারেন। চাইলে পূর্বেই শিক্ষক এ সংক্রান্ত ছবি সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণিতে দেখাতে পারেন। শিক্ষক যে যে বিষয়ে প্রশ্নগুলো করতে পারেন- ১.তাদের জানা কারখানা গুলোতে কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়? ২. কি কি ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়? ৩. দ্রব্য রূপান্তরে প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো কি কি? এবং তাদের উৎস কোথায়? ৪. চূড়ান্ত পণ্যের সাথে আরো কি কি ধরনের জিনিস তৈরি হতে পারে? সেগুলো কি কি সমস্যা তৈরি করতে পারে?..... এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা তাদের মূলত কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্রক্রিয়াজাত করণে প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন জ্বালানী এবং আর্বজনা এ তিনটি বিশেষ দিক তুলে আনবো।

- পরে শিক্ষার্থীরা এসকল বিষয় সরাসরি দেখে অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষকের সহায়তায় এলাকার কাছাকাছি কোনো কারখানা (ইটভাটা, পোশাক কারখানা অথবা যেকোনো কারখানা) পরিদর্শনে যাবে।
- পরিদর্শনে যাওয়ার আগে করণীয়: পরিদর্শনে যাওয়ার আগে তারা কলকারখানার দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন কোন ধরনের প্রভাব পড়ছে সে সকল বিষয়ের উপর দলে আলোচনা করে প্রশ্ন তৈরি করবে।
- শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন তাদের প্রশ্নে যেন কাঁচামাল, জ্বালানী ও বর্জ্য এর উৎস এবং এদের পরিবেশের উপর প্রভাব এর বিষয়টি উঠে আসে।

পরিদর্শনের জন্য প্রশ্ন:

১.
২.
৩.
৪.
৫.....

- পরে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রশ্ন সমূহ বিশ্লেষণ করে সেখানে সন্নিবেশিত মূল (Key points) বিষয় গুলো খুঁজে বের করবে।

কাঁচামাল বিষয়ের অনুসন্ধানের ছক

কাঁচামাল	কাঁচামালের উৎস	কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় জ্বালানী/ শক্তি বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

জ্বালানী/ শক্তি	জ্বালানী/ শক্তির উৎস	জ্বালানী/ শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহারে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

বর্জ্য বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

বর্জ্য	বর্জ্য এর উৎস	পরিবেশের উপর বর্জ্য এর প্রভাব	ফলাফল

সেশন ২-৪: কারখানা পরিদর্শন ও পরিদর্শন পরবর্তী দলীয় উপস্থাপনা

এই সেশনে করণীয়

এই সেশনে তারা কারখানা পরিদর্শনে যাবে এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, উপস্থাপন এবং সব শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শিক্ষক সুবিধা অনুযায়ী এলাকার যেকোনো একটি কারখানা পরিদর্শনের জন্যে আগেই নির্বাচন করে রাখবেন

এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয় টি সবার আগে খেয়াল রাখবেন।

শিক্ষক তাদের বলবেন আগামী ক্লাসে আমরা পরিবেশ এর উপর আরো কোনো প্রভাব আছে কিনা তা কিছু পরীক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করবো।

থিম: স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল এর সাথে বৈশ্বিক পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন

সেশন ৫: স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত পরিক্ষণ

এই সেশনে করণীয়

এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল যে শুধু স্থানীয় পর্যায়ের নয় তা যে বিশ্বব্যাপী সে বিষয় টি অনুধাবন করবো। এর অংশ হিসেবে তাদের কিছু পরীক্ষণের অয়োজন করে দেবো।

- এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ হতে সহযোগিতা করবেন। একটি দল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি গাছের ছায়া যুক্ত স্থানে এক খন্ড বরফ একটি পাত্রে ও একটি ঘড়ি নিয়ে, একটি দল রোদের মধ্যে এক খন্ড বরফ একটি পাত্রে ও একটি ঘড়ি নিয়ে, এবং ৩ নং দল দুটি থার্মোমিটার ও একটি মুখবন্ধ কাঁচের গ্লাস একটি থার্মোমিটার নিয়ে যাবে। ১ ও ২ নং দল তাদের বরফ টি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার সময় পরিমাপ করবে। ৩ নং দল তাদের দুটি থার্মোমিটার এর একটিকে এমনি রোদের মধ্যে রাখবে এবং অন্যটি কাঁচের গ্লাসে রেখে মুখ বন্ধ করে রোদের মধ্যে রেখে দেবে এবং কিছুক্ষন পর পর তাপমাত্রার পরিমান রেকর্ড করবে। পরবর্তী ১০-১৫ মিনিট তারা যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করবে।
- এর পর ৩টি দলই ক্লাসে এসে তাদের অভিজ্ঞতা কারণ সহ চার্ট পেপারে লিখে অন্য দুই দলের সাথে শেয়ার করবে।
- ১ ও ২ নং দলের অভিজ্ঞতা:

১ নং দল	বরফ গলার সময়	কারণ
২ নং দল		

- ৩ নং দলের অভিজ্ঞতা:

১ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা -----
২ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা-----

সেশন ৬ : বৈশ্বিক পর্যায়ের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত কমিক্স পাঠ ও ছক পূরণ

এই সেশনে করণীয়

- এখন আমরা তাদের যে বিষয় নিয়ে তারা এতক্ষন পরীক্ষা করেছে ঐ বিষয় গুলি বিশ্বব্যাপী যে নামে পরিচিত সে বিষয়ে তাদের অবগত করার জন্যে তাদের পাঠ্যপুস্তকে যে কমিক্স টি আছে সেটি পড়তে দেব
- পরে কমিক্সে পৃথিবী নষ্ট হওয়ার যে যে কারণ গুলো তারা দেখেছে সে সম্পর্কিত বিষয় গুলো তারা নিচে দেওয়া ছক ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে।

দূষণ	গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট	গ্লোবাল ওয়ার্মিং	জলবায়ু পরিবর্তন
১.	১.	১.	১.
২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.
.....

থিম: প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সামাজিক জীবনের প্রভাব অন্বেষণে নদী নিয়ে কাজ

সেশন ৭-৮: রিভার পাজল খেলা ও ভূমির ব্যবহার অন্বেষণ

এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাকৃতিক কাঠামো তে যদি পরিবর্তন হয় তাহলে এর প্রভাব সামাজিক পরিবেশে পড়ে তা অনুধাবন করতে সাহায্য করবো।

- এ বিষয়টি অনুধাবনের জন্য তারা ‘প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম’ এর পূর্বে পড়া শ্যামলী গল্প অনুসারে প্রাকৃতিক কাঠামোতে পরিবর্তন হলে সামাজিক পরিবেশে কি ধরনের প্রভাব পড়ে তা দলীয় আলোচনা করে চিহ্নিত করবে।
- এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের পূর্বে জানা একটি প্রাকৃতিক কাঠামোগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য কাঠামো নদী নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করবো। এ আলোচনায় নদীর ধারের ভূমি এবং ভূমি ব্যবহার, বসতি, শহর, গ্রাম, খামার, কারখানা এবং বাড়ি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমরা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের ধারণা তালিকাভুক্ত করবো।
- পরে তাদের দলে ভাগ হতে বলবো এবং প্রত্যেক দলকে রিভার পাজল এর হতে ঝাঁকা ছবি দেবো এবং টুকরোগুলো তৈরি করতে তাদের লাইন বরাবর কাটতে বলবো। এখন শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ মত রিভার পাজল এর টুকরোগুলো সাজাবে। প্রতিটি দলকে "উৎস" অংশটি, একটি নদীর শুরুর, অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত চার্ট পেপারের শীর্ষের কাছে এবং "মুখ" অংশটি, নদীর শেষ, নীচের কাছে রাখতে বলবো। তারপর বাকি অংশগুলিকে তারা তাদের পছন্দ মত সাজিয়ে দেখাবে। শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ বানানো নদী কে একটি চার্ট পেপারে টেপ দিয়ে আটকে দিতে বলবো।
- পরবর্তী ধাপে শিক্ষার্থীরা পাজলের টুকরো গুলোর সাহায্যে নদী পাড়ের ভূমি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে একটি চার্ট পেপারে লিপিবদ্ধ করবে।

সেশন ৯ : নদীর পরিবর্তনের উপর মানুষের জীবনের প্রভাব অন্বেষণ

এ পর্যায়ে আমরা তাদের নদীর সাথে মানুষ এবং পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করতে সহযোগিতা করবো। এর অংশ হিসেবে তাদের বলতে পারি তোমরা যে নদীর মডেল বানিয়েছ এখন ভাবো তো এখানে যদি নদীটি না থাকে/ নদীর গতিপথের কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে কেমন হবে?

- পরে তাদের বই এ দেওয়া এ সংক্রান্ত ছবিগুলো দেখতে বলবো যেখানে নদীভাঙন, নদীর শুকিয়ে যাওয়া ও গতিপথ পরিবর্তন দেখা যাবে।
- ** চাইলে পূর্বেই শিক্ষক এ সংক্রান্ত ছবি সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণিতে দেখাতে পারেন।
- এখন আমরা তাদের প্রশ্ন এ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি—

১. ছবি তে নদীর কী কী অবস্থা দেখা যাচ্ছে?

২. এর কী কী প্রভাব আমাদের সামাজিক জীবনে পড়বে?

- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে নদীর শুকিয়ে যাওয়া, গতিপথ পরিবর্তন ও নদী ভাঙন বিষয়ে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে চার্টপেপারে লিপিবদ্ধ করবে ও উপস্থাপন করবে।

নদীর অবস্থা	কারণ	সামাজিক জীবনে প্রভাব
নদীভাঙন		
নদীর শুকিয়ে যাওয়া		
গতিপথ পরিবর্তন		

- এখন শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনে যে প্রভাব বের করেছে এরকম কোনো প্রভাব তাদের কারো জীবনে বা অন্য কারো জীবনে ঘটতে দেখেছে কিনা তার অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের সাথে বিনিময় করবে।
- আমরাও এ ধরনের কোনো বাস্তব গল্প যেমন নদী ভাঙনের ফলে জীবিকা বা ঠিকানা পরিবর্তনের গল্প তাদের শোনাতে পারি।

সেশন ১০-১১: নদী তীরবর্তী সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান মূলক কাজ

এ সেশনে আমরা তাদের নদীর এমন প্রভাব যে পূর্বেও ছিল সে বিষয় টি অনুসন্ধান করতে সাহায্য করবো।

- শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নদী তীরে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং এসকল সভ্যতা গুলো কিভাবে নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা তারা একটি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে খুঁজে বের করবে।

- অনুসন্ধানের জন্যে তথ্য তারা এ সম্পর্কিত বই, ইন্টারনেট এবং বুকলেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। এবং তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে সম্পন্ন করবে।

থিম: শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীলতার প্রকাশ

সেশন ১২-১৪: নিজেদের এলাকাকে ভালো রাখার উপায় অন্বেষণ এবং বাস্তবায়ন

- এ পর্যায়ে আমরা তাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবো যে মানববসতি গুলো আগে গড়ে উঠেছিল তা উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া টিকে থাকতে পারেনি। তাহলে আমরা আমাদের এলাকার বসতি গুলো বসবাসের উপযুক্ত রাখার জন্যে কি কি কাজ করতে পারি?
- কাজের ক্ষেত্র নির্বাচনে তারা দলে বসে কিছু কাজের তালিকা তৈরি করবে সেখান থেকে তারা যেকোনো একটি কাজ বেছে নিয়ে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে যা তারা নিরাপত্তার সাথে করতে পারে। এবং এ কাজে তারা এলাকার বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষ/ তাদের অবসরপ্রাপ্ত দাদা দাদি বা সমপর্যায়ের মানুষদের যেন যুক্ত রাখে সে বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো।
- এছাড়াও প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে তারা দায়িত্বশীল আচরণের জন্য 'প্রকৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রম' অনুসারে যে কাজগুলো নির্ধারণ করেছিল তা চর্চা করবে। এভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করতে শিখবে।

সমাজ ও সম্পদের কথা

যোগ্যতা ৬.৮: সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা

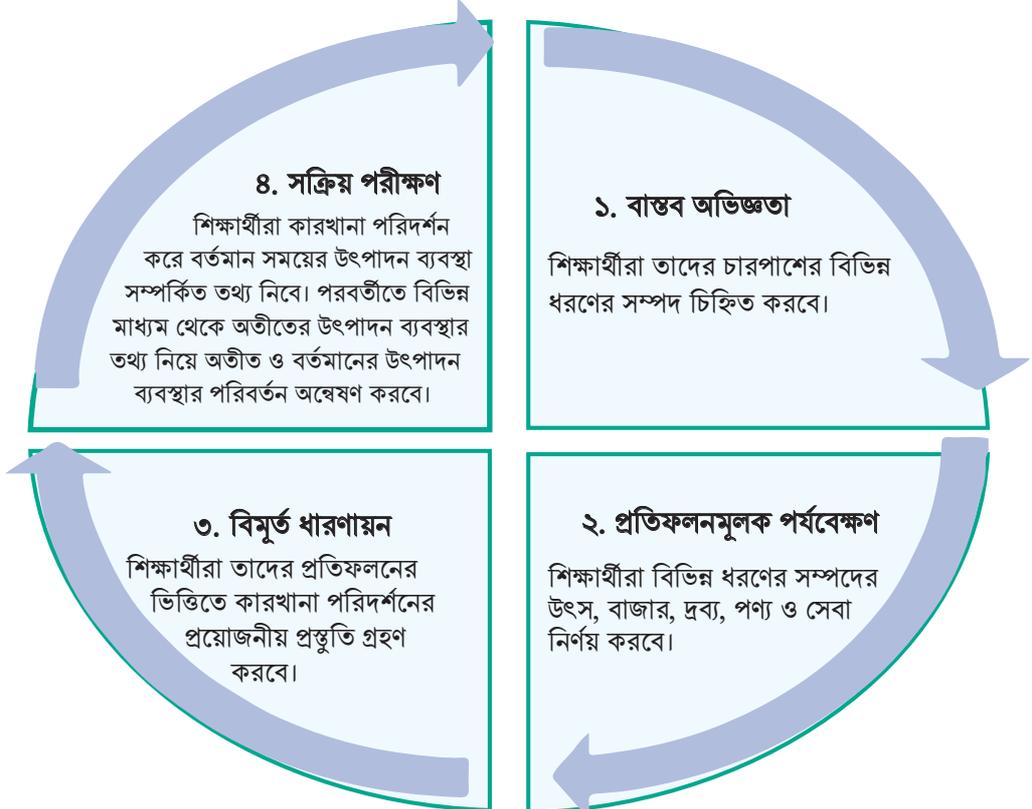
মোট সেশন সংখ্যা: ৭টি

মোট কর্মঘণ্টা: ৬ ঘণ্টা

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলির ধারণা:

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা বই থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে ছবির জিনিসগুলোকে শনাক্ত করতে বলবো। দলীয় কাজের মাধ্যমে জিনিসগুলোর বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে সম্পদের ধারণার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করাবো। কুইজে অংশ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়া, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসের তালিকা করতে দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সম্পদের বিবরণ দেবো। এরপর নিকটস্থ কারখানা পরিদর্শন করাবো এবং অ্যাসাইনমেন্ট করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পদের অতীত ও বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেবো।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।



সেশন ১: সম্পদের ধারণা

এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের কিছু ছবি দেখাবো এবং ছবির জিনিসগুলো আমাদের কী কাজে লাগে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের দলে কাজ করতে দেবো। দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছবিগুলো বিভিন্ন সম্পদের তা বুঝতে পারবে এবং সম্পদ মূলত তিন ধরনের (প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, রূপান্তরিত সম্পদ) তা বুঝতে পারবে। কুইজে অংশ নেয়া এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদের নামের তালিকা তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের সাথে পরিচিত হবে।

এই সেশনে করণীয়

- ছবি দেখা: সেশনের শুরুতে আমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের ‘সমাজ ও সম্পদের কথা’ অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের কিছু ছবি দেখাবো। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখবে। আমরা তাদের কাছে জানতে চাইবো তারা কী দেখছে এবং এই ছবিগুলোকে একত্রে কী বলে? শিক্ষার্থীরা ছবিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলবে। শিক্ষার্থীদের বলা বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝিয়ে বলবো ছবির জিনিসগুলোকে একত্রে সম্পদ বলে। এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে, আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছুই দেখি না কেন, সবই আমাদের সম্পদ।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ:

শিক্ষার্থীদেরকে ৫ থেকে ৬ জনের দলে ভাগ করে দেবো। দলে বসে শিক্ষার্থীরা ছবিগুলোকে ধরন অনুযায়ী ভাগ করে সাজাবে। আমরা শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করবো এবং সম্পদগুলো ভাগ করার সময় কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা কাজ করেছে তা জানতে চাইবো। শিক্ষার্থীদের আলোচনা থেকে উঠে আসবে- কোনো সম্পদ আমরা প্রকৃতি থেকে পাই, কোনো সম্পদ মানুষ নিজে, আবার কোনো কোনো সম্পদ মানুষ তৈরি করেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সম্পদকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় (প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, রূপান্তরিত সম্পদ)। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরো সম্পদের নাম বের করে আনার জন্য আমরা বলবো, এবার চলো আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্পদের আরো কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। শিক্ষার্থীদের তিন ধরনের সম্পদের আরো উদাহরণ খুঁজে তালিকা তৈরি করতে বলবো। শিক্ষার্থীরা দলে বসে নতুন নতুন সম্পদের নাম খুঁজে বের করবে এবং তালিকা তৈরি করবে। আমরা কিছু দল থেকে শুনবো এবং তিন ধরনের সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কিনা যাচাই করবো।

শ্রেণিবিভাগ নিয়ে কুইজ:

কুইজ আয়োজন করার জন্য আমরা আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের ২০টি সম্পদের নাম লিখে তালিকা তৈরি করে রাখবো। শিক্ষার্থীদের ইনক্লুশনের নিয়ম মেনে প্রতি দলে ৬ জন করে দলে ভাগ করে দিবো। এরপর আমরা একটি একটি করে সম্পদের নাম বলবো, যে দলের সদস্যরা নিশ্চিত জানে এটি কোন ধরনের সম্পদ তারা হাত তুলবে। যারা আগে হাত তুলবে সেই দল আগে উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবে। উত্তর সঠিক হলে প্রতি সঠিক উত্তরের জন্য ০৫ নম্বর করে পাবে। উত্তর ঠিক না হলে পরবর্তী দল উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে, তারা ০৫ নম্বর পাবে। তারাও না পারলে পরবর্তী দলের কাছে যাবে। এভাবে একে একে ২০টি সম্পদের নাম বলে সম্পদের ধরণ জানতে চাইবো। যে দল সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তারা বিজয়ী হবে। যেসব সম্পদের ধরনের নাম কোনো দল বলতে পারেনি সেই সব সম্পদের ধরনের নাম আমরা বলে দিবো।

সেশন ২ থেকে ৩: প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য ও বাজার

নবায়ন যোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য, বাজার এসব বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পাবে।

এই সেশনে করণীয়

- প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য ও বাজারের ধারণা:
- নবায়ন যোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য, বাজার সম্পর্কে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীদের একজন একজন করে পড়তে বলবো। অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
- দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা তৈরি: এরপর দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস সম্পর্কে ধারণা পেতে আমরা আরো একটি কাজ করতে বলবো। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কী কী দ্রব্য ব্যবহার করে এবং সেসব দ্রব্য কোথা থেকে আসে তার তালিকা তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই তাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের সমাজ ও সম্পদের কথা অংশ থেকে সারণী ব্যবহার করে দলে বসে প্রতিদিন ব্যবহারের দ্রব্যের তালিকা তৈরি করবে। পাশের কলামে কোন দ্রব্য কোথা থেকে পায় তাও লিখবে।
- এরপর প্রতিটি দল তাদের প্রস্তুত করা তালিকা উপস্থাপন করবে। সবার উপস্থাপনা শোনার পর আমরা যেসব দ্রব্য ব্যবহার করি তার অনেকগুলো যে কারখানায় উৎপাদন হয় তা বলবো। শিক্ষার্থীরা কখনো কারখানা পরিদর্শনে গেছে কিনা জানতে চাইবো। পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ কারখানা পরিদর্শনে নিয়ে যাবো। সেজন্য সবাইকে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের পরিশিষ্টতে উল্লিখিত নির্দেশিকাসমূহ অনুসারে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবো। শিক্ষক অর্থাৎ আমরা অবশ্যই অন্ততঃ তিন সপ্তাহ আগে থেকে পরিদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। তিনটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করার পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিদর্শন বা শিক্ষা ভ্রমণে যাবো। বিষয় তিনটি হলো- শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় যোগাযোগ ও অন্যান্য আয়োজন সম্পন্ন করা অভিভাবকদের সম্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ করা পরিদর্শন বা শিক্ষাভ্রমণের প্রয়োজনীয় পরিবহন, খাবার ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা

সেশন ৪ থেকে ৫: সম্পদের উৎপাদন সম্পর্কিত

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ কোনো কারখানা পরিদর্শন করবে। আইসক্রিম/বিস্কুট/সাবান উৎপাদন কারখানা /গার্মেন্টস/ ইট ভাটা পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবে। অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করবে।

এই সেশনে করণীয়

- আমরা ক্লাসের সবাইকে কারখানা পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলবো। প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীরা ‘বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি’ তে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। ক্লাসের সব শিক্ষার্থী, যেসব অভিভাবক ও স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক যারা সময় পাবেন তাদের সবাইকে নিয়ে নিকটস্থ কোনো আইসক্রিম/বিস্কুট/সাবান উৎপাদন কারখানা /গার্মেন্টস/ ইট ভাটা পরিদর্শনে নিয়ে যাবো।

- কারখানা ভ্রমণের সময় আমরা খেয়াল করবো শিক্ষার্থীরা সবাই ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের সমাজ ও সম্পদের কথা অংশে উল্লিখিত অনুসন্ধান ছকের মতো পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো দেখছে ও নোট নিচ্ছে। সবাইকে নোট নিতে উৎসাহিত করবো। পরবর্তী ক্লাসে সবাই তাদের কারখানা পরিদর্শনের অনুসন্ধানের চিত্র বিভিন্ন মাধ্যম (মান্টিমিডিয়া/পোস্টার ইত্যাদি) ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে। সবার উপস্থাপন শেষে সবাইকে বুঝিয়ে বলবো বর্তমানে কারখানায় উৎপাদন কীভাবে হয়। তারপর জানতে চাইবো অতীতে কীভাবে উৎপাদন হতো? শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দেবো এবং অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানী কার্যক্রম চালানোর জন্য নির্দেশনা দিবো।

সেশন ৬-৭

- শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হবে। দলে বসে সবাই অতীতে কীভাবে উৎপাদন হতো তা জানার জন্য অনুসন্ধানী কার্যক্রমের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করবে। সব দল থেকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করে সবাই মিলে চূড়ান্ত অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইসহ অন্যান্য বই, পত্রিকা বা ইন্টারনেটসহ যে কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে শ্রেণি কক্ষে উপস্থাপন করবে এবং আমাদের কাছে জমা দিবে। আমরা সেগুলো সংরক্ষণ করবো। এবার আমরা রিপোর্টে উল্লিখিত অনুসন্ধান প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করবো।
- প্রথমে দল গঠন করবে। তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য কোনো জিনিস, বাজার থেকে কেনা পণ্য, কোনো খাবার ইত্যাদি থেকে একটি নির্দিষ্ট জিনিস/ খাদ্য নির্বাচন করবে। যেমন- পিঠা, মোবাইল ফোন, চিরুনি, চিপস এরকম যেকোনো কিছু। এবারে অনুসন্ধান করবে: ১। এই দ্রব্যটি কোথা থেকে আসলো তা একদম শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত কর। যেমন- পিঠা বাবা তৈরি করেছে। কিন্তু এটি তৈরিতে কী ব্যবহৃত হয়েছে? সেগুলো কোথা থেকে এলো? দোকান? দোকানে সেটি কিভাবে এলো? এভাবে একদম এর সাথে সম্পর্কযুক্ত উপাদান গুলোর উৎস খুঁজে বের করো। ২। এর সাথে কোন/ কোন কোন (একাধিক হতে পারে) উৎপাদন ব্যবস্থা জড়িত ছিল এবং কীভাবে? ৩। এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে কে/ কারা নিযুক্ত ও কীভাবে? ৪। সময়ের সাথে সাথে এই উৎপাদন ব্যবস্থার কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে? ৫। দেশের অন্য স্থানে বা দেশের বাইরে এই উৎপাদন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ উদঘাটন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের অতীতের মানুষের উৎপাদন পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফলের ভিত্তিতে ভূমিকাভিনয় করার নির্দেশ দিবো।





শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান



শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য